NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘বিকিরণ প্রযুক্তির হাত ধরে রূপান্তরের পথে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা’

দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে চুঁচুড়ায় মৃত ১ ৫

কলকাতা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৫ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.9.2024, Vol.18, Issue No. 93 8 Pages, Price 3.00

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিলেন না আন্দোলনরত চিকিৎসকরা

অপমানজনক বলে দাবি চিকিৎসকদের ● অপেক্ষা করে নবান্ন ছাড়লেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এবারও সারা মিলল না আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে ফেরার জন্য বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, এদিনই স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। কাজে যোগ না দিয়ে নিজেদের দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বাস্থ্য ভবনের সামনেই অবস্থান চালিয়ে যাবেন বলেও জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের ইমেল পাঠান। নবান্ন থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য নবান্নতে অপেক্ষা করছেন খোদ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাজ্যের নবনিযুক্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। ওই ইমেলে বলা হয়, প্রতিবাদী চিকিৎসকদের ১০ জন যোগ দিতে পারেন বৈঠকে। যদিও সাড়ে সাতটার কিছু পরে, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, সন্ধ্যা ছ'টা ১০ মিনিট নাগাদ একটি মেল পাঠানো হয় আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কাছে। মেলটি পাঠান রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মেলের জবাব বা আন্দোলনকারীদের কোনও প্রতিনিধিদল না আসায় নবান্ন ছেড়ে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্নে অর্থমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই বিধাননগরে পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁদের তরফে ওই ইমেলকে 'অপমানজনক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তারদের যুক্তি, তাদের অন্যতম দাবি স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ। কিন্তু বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে সেই স্বাস্থ্যসচিবের ইমেল আইডি থেকেই। একই সঙ্গে ইমেলের বয়ান নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবার ছিল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানিয়ে দেন, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা বা আন্দোলন কিংবা চিকিৎসকদের কর্মবিরতি নিয়ে যা বলার তিনিই বলবেন। বৈঠক শেষে তৎপরতা শুরু হয়। তারপরেই স্বাস্থ্যসচিবের ইমেল থেকে মেল পাঠানো হয় আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাছে। নবান্ন সূত্রে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঘরে বসেই আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। তাই সেখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেই আন্দোলনকারীদের তরফে কোনও জবাব না আসায় বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষার পর নবান্ন ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি।

চন্দ্রিমা জানিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের জন্য আলোচনার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যেভাবে আলোচনার পরিবেশ ভেস্তে গেল, তাতে আগামী দিনে আবারও দু'পক্ষকে এক টেবিলে আলোচনায় বসা যাবে কি না, তা নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কারণ, বুধবার রাজ্যে বণিক এবং শিল্পমহলকে নিয়ে নবান্নে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরদিন বৃহস্পতিবার আবার রাজ্যের সব বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে নিয়ে নবান্নেই বৈঠকে বসার কথা তাঁর। তা ছাড়া উৎসবের মরশুম এগিয়ে আসায় রাজ্য প্রশাসনকে নিয়ে ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়বেন মমতা। আর সেই পরিস্থিতিতে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন কোন দিশা পাবে তাও অজানা।

৫ দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন: লালবাজারের পর এবার ৫ দফা দাবি নিয়ে স্বাস্থ্যভবন অভিযান। এদিকে আবার সুপ্রিম নির্দেশ, মঙ্গলবার বিকাল ৫টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে জুনিয়র ডাক্তারদের। অন্যদিকে জুনিয়র ডাক্তাররাও তাঁদের দাবিতে অনড়। তাঁদের স্পষ্ট কথা, দাবিগুলি না মানা পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না। কর্মবিরতি তোলা তো দূরের কথা, আরও জোরদার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের ভিড় বাড়তে শুরু করে করুণাময়ী চত্বরে। ঝাঁটা হাতে মিছিলে দেখা যায় ডাক্তারদের। নজরে এল প্রতীকী 'মস্তিষ্ক', চোখও। আন্দোলনকারীদের দাবি, স্বাস্থ্য ভবনের মাথা-চোখ বিকল হয়েছে। তাই দরকার নতুন 'অপারেশনের'। এদিনের আন্দোলন থেকে হেলথ সেক্রেটারি, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার পদত্যাগের জোরালো দাবিও ওঠে। অন্যদিকে, জুনিয়র চিকিৎসকদের এই র‍্যালি সামাল দিতে রণসজ্জা সাজিয়ে প্রস্তুত থাকতে দেখা যায় পুলিশকেও।

আদালত কক্ষ থেকে বেরোতেই সন্দীপের ফাঁসি চেয়ে স্লোগান

২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়ে আদালত কক্ষ থেকে সবে বেরিয়েছেন বিচারক। তখনও এজলাসেই বসে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ এবং আরও তিন অভিযুক্ত। তাঁদের ঘিরে তৈরি রাখা কড়া নিরাপত্তার বলয়। রয়েছেন পুলিশ কর্মী। রয়েছেন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। এর মাঝেই সন্দীপকে 'ধিক্কার' জানাতে থাকেন এক মহিলা। ক্রমে স্লোগান উঠতে শুরু করে, 'চোর চোর', 'ফাঁসি চাই'। উড়ে আসতে থাকে নানাবিধ হুমকি। সেই সময়েই আদালত কক্ষে ফিরে আসেন বিচারক। হাত জোড় করে বাকিদের চুপ করার অনুরোধ জানান। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাইরে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। শেষ পর্যন্ত কড়া প্রহরায় আদালত থেকে বার করিয়ে গাড়িতে ওঠানো হয় সন্দীপদের। সন্দীপকে পুলিশের যে গাড়িতে তোলা হয়, সেই গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয় জুতো।

বিচারকের নির্দেশের পর মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে সশরীরে হাজির করানো হয় সন্দীপ-সহ চার জনকে। আরজি কর হাসপাতালে দুর্নীতির অভিযোগের মামলায় ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সন্দীপ, সুমন হাজরা, বিপ্লব সিং এবং আফসর আলিকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে সেই নির্দেশ দিয়ে এজলাস থেকে বিচারক বেরিয়ে যেতেই শুরু হয় স্লোগান, 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই'। কেউ বিচারের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। মূলত মহিলা আইনজীবীদেরই সন্দীপের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যায়। সন্দীপকে 'ধর্ষক' সম্বোধন করেও চিৎকার করতে তাকেন কেউ কেউ। তাঁর ফাঁসির দাবিও ওঠে আদালতকক্ষে। এখানেই শেষ নয়। সন্দীপের দাঁত ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেন এক জন। তিনি বলেন, 'অপরাধী হাসতে পারে না। দাঁত ভেঙে দেব।' এক জন বলেন, 'জেলের ভাত কেন খাবে? সরকারের খরচ হবে।'

এ ভাবে সন্দীপের উদ্দেশে একের পর এক স্লোগান উঠতে থাকে আদালতকক্ষে। জনৈক এক মহিলা চিৎকার করে বলেন, 'তোর বডিগার্ড কোথায়?' প্রসঙ্গত, আরজি কর দুর্নীতি মামলায় সন্দীপের নিরপত্তারক্ষী আফসরকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকেও মঙ্গলবার আদালতে হাজির করানো হয়।

সন্দীপের সঙ্গে আফসরকেও ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। এ সবের মাঝে এক জন বলে ওঠেন, 'সন্দীপ ঘোষকে জুতো মার!' হইচইয়ের মাঝে আদালতকক্ষে ফিরে আসেন বিচারক। হাত জোড় করে তিনি চুপ করার অনুরোধ করে বলেন, 'বাইরে করুন। এখানে নয়।' সেই সঙ্গে এ-ও জানান, শারীরিক ভাবে কাউকে হেনস্থা করা চলবে না। বিক্ষোভকারী আইনজীবীরা তখন বলেন, 'আমরা গায়ে হাত তুলব না। কিন্তু বাইরে কেউ কিছু করলে, জানি না।' পরিস্থিতি সামাল দিতে আদালত চত্বরে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। কড়া নিরাপত্তার মাঝে সন্দীপকে আদালত কক্ষ থেকে বার করে এনে গাড়িতে তোলা হয়। সেই সময়েও বাইরে চলতে থাকে বিক্ষোভ। 'হায় হায়' ধ্বনি দেওয়া হয়। পুলিশের যে গাড়িতে সন্দীপকে তোলা হয়, আচমকা সেই গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয় জুতো। শেষ পর্যন্ত আদালত চত্বর থেকে সন্দীপদের বার করে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তখনও আদালত চত্বরে চলতে থাকে বিক্ষোভ। স্লোগান দিতে থাকেন মহিলা আইনজীবীরা। সিমন দাস নামে এক আইনজীবী বলেন, 'কেন ধর্ষকের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে? আমরা প্রতিবাদ করেছি বলে আমাদের আদালত কক্ষ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।' অন্য এক আইনজীবী ইশা পাল বলেন, 'আদালতের যে দরজা নিয়ে বিচারকেরা যাতায়াত করেন, সেখান দিয়ে সন্দীপকে বার করে নিয়ে আসা হয়েছে। কেন এই বিশেষ ব্যবস্থা?'

গত ৩ সেপ্টেম্বর যখন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপকে আদালতে হাজির করেছিল সিবিআই। তখনও আদালতের সামনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। সন্দীপকে আদালত থেকে বার করার সময়েই শুরু হয়েছিল গোলমাল। 'চোর চোর' চিৎকার করে একদল মানুষ সন্দীপের দিকে এগিয়ে যায়। সেই সময়েই কোনও এক জন সন্দীপের মাথায় পিছন থেকে চাঁটি মারেন বলেও অভিযোগ ওঠে।

সেই পরিস্থিতি থেকে কোনও রকমে সন্দীপকে নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরি করে গাড়িতে তুলেছিলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সে দিনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই মঙ্গলবার সন্দীপদের ভার্চুয়াল শুনানির আবেদন করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আলিপুর আদালত। মঙ্গলবার সশরীরে আদালতে হাজির করানো হয় সন্দীপদের। শুনানি শেষে আদালত চত্বরে আগের দিনের মতোই পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ফের রক্তাক্ত মণিপুর

জারি কার্ফু-বন্ধ ইন্টারনেট

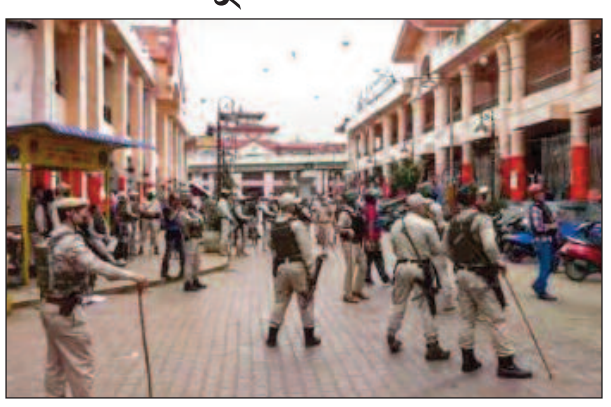

ইম্ফল, ১০ সেপ্টেম্বর: মণিপুর ফের রক্তাক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে ফের হিংসার আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে পাঁচদিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল সেখানে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে পরিষেবা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এছাড়াও তিন জেলা পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল ও থৌবালে জারি কার্ফু।

প্রসঙ্গত, অভিযোগ, কুকি সম্প্রদায়ের সন্দেহভাজন জঙ্গিরা রাজ্যজুড়ে ড্রোন, রকেট হামলা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জিরিবাম-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় ড্রোন ও রকেট হামলার খবর মিলেছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিস্থিতি এককথায় নৃশংস বলা যায়। ইম্ফলের পশ্চিমে গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাড়ি-ঘর। বাতাসে বারুদের তীব্র গন্ধ।

রবিবার রাতে ইম্ফল পশ্চিম জেলার তিদ্দিম সড়কের কেইসামপাটে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ গুলি চালায় বলে অভিযোগ। সমাবেশটিতে প্রায় এক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। পুলিশের গুলির শব্দে নিমেষে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। সব মিলিয়ে এক বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও অশান্তিতে রাশ টানতে ব্যর্থ প্রশাসন। ফলে ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে কোণঠাসা মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে শান্তি ফেরাতে গঠিত 'ইউনিফায়েড কমান্ডে'র নিয়ন্ত্রণ হাতে পেতে সুর চড়ালেন তিনি।

আর তাই হয়তো নিরাপত্তা বাহিনীর আর উপরে ভরসা করছে না গ্রামবাসীরা। তারাও হামলা রুখতে প্রস্তুত। আধুনিক দূরবিন নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামের মানুষজন। হাতে হাই-টেক ওয়াকি টকি, পরনে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, বন্দুক। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, কুকি জঙ্গিরা রকেট এবং মর্টার নিয়ে হামলা চালাচ্ছে। বিষ্ণুপুর জেলার দু'জায়গায় বসতি এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশি চালানোর সময় ২১টি অত্যাধুনিক অস্ত্র, ২১টি বিস্ফোরক, প্রচুর গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, চূড়াচাঁদপুরে জঙ্গিদের তিনটি বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাহিনী। সোমবারের মতো মঙ্গলবারও রাজ্যজুড়ে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা আগেই করেছিল মণিপুর বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।

কেদারনাথের পথে ধস, মৃত পাঁচ পুণ্যার্থী

দেরাদুন, ১০ সেপ্টেম্বর: কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হল পাঁচ পুণ্যার্থীর। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যায় কেদারনাথ দর্শন সেরে ফিরছিলেন এক দল পুণ্যার্থী। সেই সময় গৌরীকুণ্ড এবং সোনপ্রয়াগের মাঝে ধস নামে। আর সেই ধসের নীচে চাপা পড়ে যায় পুণ্যার্থীদের দলটি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রাতেই তিন জনকে উদ্ধার করে তারা। কিন্তু ধসে নীচে তখনও বেশ কয়েক জন চাপা পড়ে ছিলেন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছিল। রাতে এক জনের দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। মঙ্গলবার সকাল থেকে আবার উদ্ধারকাজ শুরু হয়। সেই সময় আরও চার জনের দেহ মেলে।

সঙ্কটজনক ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হল। শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুবিধার কারণে তাঁকে 'রেসপিরেটরি সাপোর্টে' রাখা হয়েছে। চিকিৎসকদের একটি দল সর্বক্ষণ সংকটজনক ইয়েচুরির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। মঙ্গলবার এই মর্মে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি। উল্লেখ্য, এই প্রথম বর্ষীয়ান বাম নেতার অবস্থা 'সঙ্কটজনক' বলে জানিয়েছে দল।

আন্দোলনরত ডাক্তারদের কর্মবিরতি নিয়ে মন্তব্য নয়

নবান্নের বৈঠকে মন্ত্রীদের নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ড, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি, সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ নিয়ে কোনও মন্তব্য নয়। মঙ্গলবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রীদের এমন নির্দেশই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, এই আন্দোলনের বিষয়ে যা বলার তা শুধু তিনিই বলবেন। মন্ত্রীদের শুধুই নিজের এলাকায় কাজে মন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের মুখপাত্রদেরও এই বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখার জন্য বার্তা দিয়েছেন নেত্রী। তবে দলীয় মুখপাত্রদের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ শুধুমাত্র মঙ্গলবারের জন্য।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ছ'দফা দাবি নিয়ে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান করছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা জানিয়েছেন, সরকার পক্ষ এই ছ'দফা দাবি মেটানো না-হলে অবস্থান তাঁরা চালিয়ে যাবেন। যদিও সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের বিকেল ৫টার মধ্যে কাজে ফেরার নির্দেশ দিয়েছিল। এই আবহে মঙ্গলবার দুপুরে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় নবান্নে। সূত্রের খবর, সেখানেই মন্ত্রীদের আরজি কর-কাণ্ড, চিকিৎসকদের কর্মবিরতি এবং সাধারণ মানুষের আন্দোলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুখ খুলতে বারণ করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এ বিষয়ে যা বলার, তিনিই বলবেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কাউকে কিছু বলতে হবে না। কেউ মুখ খুলবেন না। পুজো আসছে। নিজের নিজের এলাকায় থেকে কাজে মন দিতে বলেছেন। এলাকার পরিবেশ, পরিস্থিতি যাতে ভাল থাকে, সে দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এ-ও জানিয়েছেন, কোনও কোনও এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস রয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রীদের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কে কী বলছে, তাতে কান দিতে বারণও করেছেন।

১৫ মাস পর তিহাড়-মুক্ত হচ্ছেন অনুব্রত-কন্যা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: প্রায় ১৫ মাস পরে জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডল। বুধবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। গত বছর এপ্রিল মাসে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন অনুব্রত-কন্যা সুকন্যা। দিল্লিতে তাঁকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়। ওই একই মামলায় তার সাড়ে আট মাস আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুকন্যার পিতা অনুব্রত। তার পর থেকেই তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন সুকন্যা। ইডি দাবি করেছিল, তিনি জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসহযোগিতা করেছেন। ২০২২ সালের অগস্টে অনুব্রত গ্রেপ্তার হওয়ার পর সুকন্যাকে দিল্লিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তারা দাবি করে, বিপুল সম্পত্তি সম্পর্কে কেষ্ট-কন্যার কাছে তথ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি প্রশ্নের সদুত্তর দিচ্ছেন না। সুকন্যা নাকি জানান, সম্পত্তি সংক্রান্ত সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর বাবা এবং হিসাবরক্ষক (তৎকালীন) মণীশ কোঠারিই দিতে পারবেন। ওই কারণে অনুব্রত এবং সুকন্যাকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গ্রেপ্তারির পর বাবার মতো সুকন্যারও ঠাঁই হয় তিহাড় জেলে। সেখান থেকে বেশ কয়েক বার তিনি জামিনের আবেদন করেছেন। সুকন্যার জামিনে মুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়তেই উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে বীরভূম জেলার তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'আমাদের কাছে এটা নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। আমরা কেষ্টদার মুক্তির অপেক্ষায়। সেটাও আশা করছি তাড়াতাড়িই হবে।' বীরভূম জেলা তৃণমূলের মধ্যে অনুব্রত বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ এবং দাপুটে নেতা হিসাবে পরিচিত। তাঁর এবং কন্যার গ্রেপ্তারি নিয়ে শোরগোল হয়। তেমনই সুকন্যার জামিনে মুক্তি পাওয়ার খবরেও স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে অনুব্রতের জামিনের আর্জি নিয়ে শুনানি রয়েছে আদালতে। সুকন্যার জামিন নিয়ে আদালতে সওয়াল-জবাব আগেই শেষ হয়েছিল। এত দিন নির্দেশ আসেনি, সেটাই মঙ্গলবার সম্পূর্ণ হল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৮০ নং এফিডেভিট বলে Sk Mahammad Ali S/o. Sk Farhad Ali ও Md Ali Sk S/o. Sk Pharad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫২ নং এফিডেভিট বলে Lal Babu Singh S/o. Bhola Singh ও Manoj Kumar Singh S/o. Bhola Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Nityananda Bandopadhyay S/o. Saroj Kumar Banerjee ও Nitya Nanda Banerjee S/o. Lt. S. Kr. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১৬ নং এফিডেভিট বলে Md Nashat S/o. Md Ishaque ও Nashat Ahmed S/o. I. Ahmed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Kumar Dasgupta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Swapan Kumar Dasgupta ও Swapan Dasgupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৫৫ নং এফিডেভিট বলে Prahlad Das S/o. Subal Das ও Prollad Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৫৪ নং এফিডেভিট বলে Nitish Halder S/o. Kshitish Halder ও Nitish Halder S/o. Kshitis Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Pallabi Dhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Amit Kumar Dhar ও A. Kr. Dhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫১১ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Pandit S/o. Lakhan Pal ও Prasanto Pandit S/o. L. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Manas Bhattacharya S/o. Binay Bhattacharya ও Manas Bhattacharya S/o. B. K. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৯৬৪ নং এফিডেভিট বলে Ranajit Khamaru S/o. Manoranjan Khamaru ও Ranjit Khamaru S/o. M. Khamaru সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Soumya Kundu S/o. Ajit Kumar Kundu ও Soumo Kundu S/o. Ajit Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Mahadeb Koley ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manmathanath Koley ও M M Koley সাং নয়াসরাই, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৮৩ নং এফিডেভিট বলে Basudev Dey S/o. Dhananjoy Dey ও Basudeb De S/o. D. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 426373053 এতে আমার নাম Minarul Biswas, S/o. Nojrul Biswas আছে। গত ১৯/০৭/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Ramesh Biswas, S/o- Nuzrul Biswas নামে পরিচিত হলাম।

PUBLIC NOTICE

It is noticed to all concern that my client David Wale Oladunni of Abhishikta LIG 369/1, Block 4A Flat no.302 Purbachall P.O. Haltu Kolkata 78 has lost his original registered Deed of Sale being no. 3800 for the year 1993 registered before District Registrar Alipore in respect of property at Mouja Karimpur, Dag no.4, P.S. Sonarpur 24Parganas (S). He lodged diary (no. 335 dt. 05.09.2024 at Anandapur P.S.) to that effect. If anybody ever found the concern deed please entrust me as soon as possible.

Soumen Manna Advocate
JUDGES' COURT, HOWRAH
Mob.: 9830311270, 6290932146
Residence & Chamber: 16, M. C. Ghosh Lane, Howrah-711 101

PUBLIC NOTICE

It is informed to all concern that my client intends to purchase the property at Mouja Karimpur, J.L. no.2 R.S. 217, Touji no.1249, R.S. Khanian nos 44,to 46 Dag no.4, P.S. Sonarpur 24Parganas (S). If anybody having any legitimate objection/claim in regard to this transfer then pl. contact with me within 15 days from this day with valid document in support thereof otherwise transfer will be completed according to law. No claim /objection shall be entertained in future being treated/deemed the same to have abandoned.

Soumen Manna Advocate
16, M.C. Ghosh Lane P.O+P.S.+
Dist. Howrah-1
9830311270

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর,
পশ্চিম মেদিনীপুর দ্বিতীয় সিভিল জজ-উচ্চ বিভাগ আদালত
Money Excution Case No. 02/2021

প্রকৃতি রঞ্জন পাল, পিতা- কিশোরী মোহন পাল, সাং- পোঃ- রাধামোহন পুর, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ...ডিক্রী হোল্ডার

-বনাম-

শুকদেব চক্রবর্ত্তী, পিতা- হরিপদ চক্রবর্ত্তী, সাং- হাসিমপুর, পোঃ- ডেবরা বাজার, থানা- ডেবরা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, ...দেনী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জন্য জানানো যাইতেছে যে, আদালতের নির্দেশ মোতাবেক Money Suit No - 43 / 2007 মোকর্দ্দমায় দেনীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হোল্ডার- ৬৭,০০০/- টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হন, এবং তাহা পাওনের জন্য ডিক্রী হোল্ডার M. Exn. no- 02/2021 দায়ের করিয়াছে এবং তাহাতে হুজুরাদলত দেনীর নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভু-সম্পত্তি ও বাটী নীলাম পূর্বক বিক্রয় করিয়া ডিক্রি প্রাপ্ত টাকা আদায়ের আদেশ দিয়াছেন । ইহা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো হইল। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরনঃ-

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, মৌজা- হাসিমপুর, জে. এল. নং- ৩০৭,খাতিয়ান নং- ১১০, দাগ নং- ৩১৬ পরিমান ০৮ ডেঃ তদুপরিস্থ বাটী।

সুপ্রিয় পাত্র
সেরেস্তাদার
দ্বিতীয় সিভিল জজ-উচ্চ বিভাগ
আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chanderghat, Nadia. **NIET No- 01/15th CFC FUND of CGP of 2024-25 & 03/15th CFC FUND of CGP of 2024-25.** Last date of submission **17.09.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী রীতা হারান চন্দ্র আদক ২) শ্রী তন্ময় হারান চন্দ্র আদক ১নং এর স্বামী ও ২ নং এর পিতা ৺হারান চন্দ্র আদক, উভয়ের সাকিম ফ্ল্যাট নং ৫০৩, বিল্ডিং নং ১, টিউলিপ এ, নিসর্গ গ্রীনস, বি কেবিন রোড, ইস্ট অম্বরনাথ, জেলা থানে, প্রদেশ মহারাষ্ট্র, পিন ৪২১৫০১ বিগত ইং ০৭/০২/২০২৩ তারিখে হরিপাল সাবরেজিস্ট্রার অফিসে ০১ নং বহির ৫৩৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সনৎ কুমার দাস,** পিতা ৺ধীরেন্দ্রনাথ দাস, সাং - আদান রায়পাড়া, পোঃ জনাই, থানা চন্ডীতলা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৪, পরবঃ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল হরিপাল সাবরেজিস্ট্রার হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১)05/03/2024 তারিখে 887 নং দলিল মূলে, ২)27/02/2024 তারিখে 876 নং দলিল মূলে, ৩) 27/02/2024 তারিখে 882 নং দলিল মূলে, ৪) 27/02/2024 তারিখে 883 নং দলিল মূলে **(১)শ্রী ঋতব্রত আদক, ২)অচিন্ত্য আদক, ৩)দেবব্রত আদক,** সকলের পিতা- যামিনী কান্ত আদক সাং বিজয়পুর, পোস্ট নালিকুল, থানা হরিপাল, জেলা হুগলি মহাশয়গণকে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, মৌজা ধানহানা, জে, এল নং ১৫০, L, R খতিয়ান নং ১৯১৫, R.S ও L.R দাগ নং ৭০৭, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ১০.০০ শতক বা ৬.০৬০ কাঠা ও মৌজা বিজয়পুর, জে, এল নং ১৪৯ , L.R খতিয়ান ৪১৫, R.S ও L.R দাগ নং ২৮৩, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ০১.০০ শতক, বা ০.৬০৬ কাঠা, ও মৌজা গুসত্তা, জে,এল ১৪০, L.R খতিয়ান ৮৬০, R.S ও L.R দাগ নং ৯৫৬,৮৬৮,৮৬৬ ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ০৯.০০ শতক বা ৫.৪৫৪ কাঠা।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **(১) শ্রী ঋতব্রত আদক, ২) অচিন্ত্য আদক, ৩) দেবব্রত আদক,** সকলের পিতা যামিনী কান্ত আদক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., হরিপাল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেশ নং MN/2024/0607/ 12577/12576/ 12632/12580/ 12579/12633/12640/ 12634/12638/12639/12635/12636/ 12637, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী মনোরঞ্জন মোদক পিতা ৺বিশ্বনাথ মোদক **২) শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী মোদক** স্বামী শ্রী মনোরঞ্জন মোদক উভয়ের সাকিম ১৩০, এ.পি. ঘোষ রোড, পোঃ চাতরা, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২০৪ বিগত ইং 03/12/2021 তারিখে ডি.এস.আর-II, সদর, হুগলী অফিসে I-7713/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী কৌস্তভ মোদক,** পিতা শ্রী মনোরঞ্জন মোদক সাং – দক্ষিণ বীরনগর, পোঃ ও থানা রায়গঞ্জ, জেলা উত্তর দিনাজপুর, পিন 733134, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে ১)23/08/2024 তারিখে I-3491/2024 নং দলিল মূলে **সেখ রহিম** পিতা সেখ সুলতান সাকিম দ্বীপা, পোঃ দলপতিপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩ মহাশয়কে ৭.৫০ শতক ও ২) 23/08/2024 তারিখে I-3490/2024 নং দলিল মূলে **১)সেখ সাইফুদ্দিন ২)সেখ সুরাফউদ্দিন ৩)সেখ আব্বাসউদ্দিন** সকলের পিতা মরহুম সেখ মহিত রহমান, সকলের সাকিম দ্বীপা, পোঃ দলপতিপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩ মহাশয়কে ৭.৫০ শতক কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তাপশিল - জেলা হুগলী, মৌজা ডিপা, জে, এল নং ৪১, হাল L. R খতিয়ান নং ৬৯৫, R.S ও L.R দাগ নং ৩৭৮, ভিটি জমি, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ষোল আনায় ১৫ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)সেখ রহিম পিতা সেখ সুলতান ২)সেখ সাইফুদ্দিন ৩)সেখ সুরাফউদ্দিন ৪)সেখ আব্বাসউদ্দিন** সকলের পিতা মরহুম সেখ মহিত রহমান, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., হরিপাল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

নোটিশ

আমার মক্কেল **শ্রী পৃথ্বীশ কুমার ছাতুই,** পিতা শ্রী গোবিন্দ লাল ছাতুই এবং **শ্রীমতি ঈশানি ছাতুই,** স্বামী শ্রী পৃথ্বীশ কুমার ছাতুই সাকিন শান্তি নীড়, রাজাবল্লভপুর, উস্তি, আর আর আর এম হাইস্কুলের নিকট, রঙ্গিলাবাদ, পো এবং থানা - উস্তি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিনকোড - ৭৪৩৬০৯ পশ্চিমবঙ্গ ক্রয় করেছেন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ এরিয়া ৫ (পাঁচ) কাঠা কমবেশি (৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সহ যা সড়ক সম্প্রসারণের জন্য) এবং আরটিএস নির্মাণ ১০০ বর্গফুট কমবেশি সহ অবস্থিত সম্প্রসারণের সুবিধা সহ অবস্থিত মৌজা - কালুয়া, জেএল নং ২২, আরএস নং ৩৩৬, তৌজি নং ৯৮ এবং ৫৮, পরগনা - মাগুরা, আরএস দাগ নং ২৯৭ এবং ২৯৫ আরএস খতিয়ান নং ৯১২, প্রেমিসেস নং ১৭৭/১৭/১/৪ সৃজনী রোড, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ৭১-১৪৩-২৫-১১০১-০, ওয়ার্ড নং ১৪৩, কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন এডিএসআর অফিস বেহালা, থানা - পূর্বতন বেহালা পরে ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ চৌহদ্দি - **উত্তরে** - অংশ আরএস দাগ নং ২৯৫, **দক্ষিণে** - অংশ আরএস দাগ নং ২৯৫, **পূর্বে** - অংশ আরএস দাগ নং ২৯৬, **পশ্চিমে** - ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ মালিক **শ্রীমতি নীলিমা পাল** স্বামী শ্রী সন্তোষ চন্দ্র পাল সাকিন ২৭/৯বি/১, চণ্ডী ঘোষ রোড, পো এবং থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৪০ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে ২৪.১১.২০২৩ তারিখে যথাযথ রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর ৩ দক্ষিণ ২৪ পরগনা অফিসে এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা - ৫১৬৬৮৬-৫১৬৭০৯ দলিল নং ১৬০৩১৮০৩৪-২০২৩ সালের সংশ্লিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ক্রয়ের পরই উক্ত মক্কেল সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল নিয়েছেন কলকাতা পৌরসংস্থার সংশ্লিষ্ট অফিসে নথিভুক্তির মাধ্যমে কোনও পক্ষের বাধা ব্যতীতই এবং সংশ্লিষ্ট জমিতে কোনও দায়বদ্ধতা ছিল না সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে উক্ত মক্কেল উক্ত সম্পত্তি গৃহঋণ/ঋণ সুবিধা যেকোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়ার জন্য বিক্রয়, দান, লিজ, লিয়েন, বন্ধক যেকোনও মাধ্যমে পেতে আগ্রহী। যদি কোনও ব্যক্তি/গণ এর কোনও দাবি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে থেকে থাকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন। অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকের মাধ্যমে ঋণের জন্য গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আমার মক্কেল কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।

দেবদুলাল চক্রবর্ত্তী (অ্যাডভোকেট)
বারুইপুর সিভিল এবং ক্রিমিনাল কোর্ট
পো এবং থানা - বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪
মো. - ৯৬৮১০৯৭৯১৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **আশা রাম,** স্বামী শ্রী শত্রুঘ্ন রাম, সাং- অন্তার বাগান পো: ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০১ মহাশয়া বিগত ইংরাজী ২১শে আগষ্ট ২০০৬ তারিখে ১৪৩ নং নোটেরাইজড কৃত একখানি পার্টনারশিপ দলিল সম্পাদন করেন, যাহার নেম এ্যান্ড স্টাইল ব্লুডায়মন্ড হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট হইতেছে। উক্ত পার্টনারশিপ দলিলে আমার মক্কেল **আশা রাম** দ্বিতীয়পক্ষ হিসাবে এবং **শত্রুঘ্ন রাম** প্রথম পক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে উক্ত **শত্রুঘ্ন রাম** উক্ত পার্টনারশিপ ব্যবসা হইতে নিজেকে অব্যহতি লইয়া উক্ত ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহন করেন। এবং সেই মোতাবেক গত ইংরাজী ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ০৩/২০২৪ এবং ০৪/২০২৪ নং দুইখানি ডিসোলিউশান অফ পার্টনারশিপ মূলে তিনি উক্ত পার্টনারশিপ ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে উপরোক্ত পার্টনারশিপ দলিলে আমার মক্কেল **আশা রাম** একক ভাবে মালিক হইতেছেন। এক্ষনে উল্লেখ থাকে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার তারিখ হইতে উক্ত **শত্রুঘ্ন রাম** উপরোক্ত পার্টনারশিপ দলিল বলে আর কোনরূপে কার্য্যাদি করিতে পারিবেন না, বা তাহার ওয়ারিশ কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না, করিলেও তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

ধন্যবাদান্তে
সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **মুকুল বিশ্বাস,** স্বামী আশীষ বিশ্বাস, সাং আনন্দময়ীতলা, দাসপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী 5/10/2007 তারিখে **(১) ছবি মজুমদার,** স্বামী নির্মলকৃষ্ণ মজুমদার **(২) অশোক কুমার রায়,** পিতা- অজিত কুমার রায় **(৩) সাধনা রায়,** স্বামী- মৃত অরুন কুমার রায় **(৪) অনিন্দিতা রায়,** পিতা- মৃত অরুন কুমার রায় **(৫) কল্পনা দত্ত,** স্বামী- মৃত অরুন কুমার দত্ত **(৬) পুতুল দাস,** স্বামী- সুনীল চন্দ্র দাস **(৭) প্রতিমা ভৌমিক,** স্বামী- রামকৃষ্ণ ভৌমিক **(৮) করুনা রায়,** স্বামী- সমীর রায়, সর্ব সাং + পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিযুক্তীয় আমমোক্তার **অপূর্ব রায়,** পিতা- অজিত কুমার রায়-এর কাছ হইতে খরিদ করেন যাহার দলিল নং- I-7590/2007 কৃষ্ণনগর A.D.S.R. উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গত ইংরাজী 21/07/2006 এবং 03/01/2006 কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং IV বহিতে লিপিবদ্ধকৃত 123 এবং 1, দুইখন্ড আমমোক্তারনামার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। যাহার **তপশীল** হইল - জেলা নদীয়া, থানা- কোতয়ালী, মৌজা ৯০ নং পশ্চিম ভাতজাংলা, খতিয়ান- এল.আর. ১৪, আর.এস. দাগ নং- ৫৬৪, এল.আর. ৯৬০, শ্রেণী - বাঁশবাগান, পরিমান ৭.৩৩ শতক । এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি তাহার নামীয় রেকর্ডভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে কাহারো কোন ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১নং ভূমিসংস্কার দপ্তরে আসিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইনানুগমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Sukh Chand Shaikh (Advocate)
Krishnagar Judge Court.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১১ ই সেপ্টেম্বর। ২৫ শে ভাদ্র। বুধবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জুনিয়র চিকিৎসকরা দেখিয়ে দিলেন, তাঁরা নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে অনড়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে আন্দোলনকারীদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও আন্দোলনে অনড় জুনিয়র চিকিৎসকরা। 'স্বাস্থ্য ভবনে ঘুঘুর বাসা' ভাঙতে এদিন স্বাস্থ্য ভবন সাফাই অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনের ১০০ মিটার আগেই পুলিশ ব্যারিকেড করে আন্দোলনকারীদের আটকে দেয়। রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। জুনিয়র চিকিৎসকদের এই আন্দোলনকে কুর্নিশ জানালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার রাতে কাঁকিনাড়া বাজার কমিটির গণেশ পুজোয় এসে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'জুনিয়র চিকিৎসকরা আন্দোলন করে দেখিয়ে দিলেন তাঁরা নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে অনড় আছেন। দশ লক্ষ টাকা দিয়ে মৃত্যু কেনা যায় না। সেটা বাংলার মানুষও দেখিয়ে দিচ্ছেন।' এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'জুটমিলগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। সপ্তাহে দু'তিন দিন চলছে। তবে শ্রমিক মহল্লার মানুষ সর্বদা উৎসবের মধ্যে থাকেন। কিন্তু নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে। কাঁকিনাড়াও আন্দোলন হচ্ছে। তাই এবারে গণেশ পুজোর জৌলুস অনেকটাই ফিকে।' এদিন প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ।

ব্যারাকপুরে দুর্গাপুজোর অনলাইন পোর্টাল 'আশান'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার অনলাইনে দুর্গাপুজোর অনুমতি পাবেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ সমস্ত পুজো কমিটি। মঙ্গলবার বিকেলে ব্যারাকপুরের সুকান্ত সদন প্রেক্ষাগৃহে দুর্গাপুজো-২০২৪ অনলাইন পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া। অন লাইন পোর্টালটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আশান'। এই অনলাইন পোর্টালে সঠিক তথ্য জমা দিলেই উদ্যোক্তারা পুজোর অনুমতি পেয়ে যাবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন নগরপাল ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সদর ট্রাফিক অতুল বিশ্বনাথন, এডিসিপি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝাঁ, ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস, পুরপ্রধান উত্তম দাস প্রমুখ। তাছাড়া সিইএসসি, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, দমকল ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরাও এদিন হাজির ছিলেন। পুজোর অনলাইন পোর্টাল উদ্বোধন করে ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'অনুমতির ক্ষেত্রে গত বছর সিঙ্গেল উইন্ডো করা হয়েছিল। এবার পুজো উদ্যোক্তারা বাড়িতে বসেই 'আশান' অনলাইন পোর্টালে তথ্য সঠিক জমা দিলে অনুমতি পেয়ে যাবেন। পুজোর সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে পুরানো তথ্য সার্ভে করে অনুদান দেওয়া হবে।' মহিলা পুজো কমিটিগুলোর ওপর তারা বিশেষ নজর দেবেন। অলোক রাজোরিয়া আরও জানান, পুজোর দিনগুলোতে নারী সুরক্ষায় এবার স্পেশ্যাল নজর থাকবে।

অভিনেত্রী ঈশা সাহা দুর্গাপুর সিটি সেন্টার শোরুমে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড, দুর্গাপুর এবং আসানসোল বার্ষিকী অফার উন্মোচন করলেন।

শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছে সরকারও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্য সরকার শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তিতে তৎপর হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাঁচটি বিশেষ পকসো আদালত তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের অর্থ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান রাজ্যের ইতিমধ্যে ৬২টি পকসো আদলত রয়েছে। এরমধ্যে ৬টিই আদালত। নতুন আদালতগুলি তৈরি হলে পকসো আদালতের সংখ্যা বেড়ে হবে ৬৭। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের একটি ঘটনাও যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার দিতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে রাজ্যে আরও এ ধরনের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করা হবে।

এদিকে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেও এদিন আরজি কর প্রসঙ্গ উঠে আসে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ওই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও কিছু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন না বলে মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সরকারের কাজে গতি আনতে বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু খাস জমি উদ্বাস্তুদের পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইস্ট লটারির উদ্বোধন করলেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন (বাম দিকে) মেঘালয় স্টেট লটারির ডিরেক্টর এমএসএন মারাক, (ডাইনে) কমিশনার ও সেক্রেটারি প্রবীণ বক্সি (আইএএস)। মধ্যমণি কনরাড সাংমা।

আরও বিপাকে অরিন্দম শীল, দায়ের হল এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের আবহে টলিউডের পরিচালক অরিন্দম শীলের বিরুদ্ধে উঠল গুরুতর অভিযোগ। এক অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। এবার সরাসরি এফআইআর দায়ের থানায়। ফলে পরিচালক আরও বিপাকে পড়তে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও পুরো ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন অরিন্দম শীল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে পরিচালকের বিরুদ্ধে। ওই এলাকার একটি রিসর্টে শুটিং চলছিল বলে জানা গিয়েছে। সেখানেই ওই অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই নিকটবর্তী থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সম্প্রতি মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই অভিনেত্রী। এরপর টলিউডের ডিরেক্টরস গিল্ডের তরফে অরিন্দম শীলকে সাসপেন্ড করা হয়। তবে শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন পরিচালক। এদিন এফআইআর দায়ের হওয়ার কথা শুনে তিনি বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। তার জন্য যা করার করতে হবে। আমি বারবার একটাই কথা বলছি। একটা দৃশ্য অভিনয় করে দেখানোর সময়, আমার শিল্পী যদি অস্বস্তি অনুভব করে থাকেন, তাহলে তখন বলেননি কেন? তবে যদি অস্বস্তি বোধ করে থাকেন, তার জন্য আমি দুঃখিত। পুরো ঘটনাটা অনভিপ্রেত।'

এদিকে সূত্রে খবর, একটি ছবি পরিচালনার সময় একটি দৃশ্য অভিনয় করে দেখাচ্ছিলেন অভিযোগকারী অভিনেত্রীকে। পরিচালতের দাবি, কোলে তথা হাঁটুতে বসিয়ে দেখাতে হত দৃশ্যটা। ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের অভিনয় দেখানোর কথা ছিল তাঁর। পরিচালক বলেছিলেন, 'এই দৃশ্যটাই যখন দেখাতে গিয়েছি, তখন আমার মুখটা ওর গালে ছুঁয়ে যায়। সেটা নিয়েই বলা হচ্ছে আমি নাকি চুম্বন করেছি।' অরিন্দম শীলের দাবি, ঘটনার সময় অভিনেত্রী কোনও অস্বস্তির কথা জানাননি, এমনকী শুটিং-এর পর তাঁর পাশেও এসে বসেছিলেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৬ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার

‘কাঁদছে আমার বোনের শব, চাই না এমন নোংরা উৎসব’

গানের সুরে প্রতিবাদী স্লোগান জুনিয়র ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারই এসে গেছে সুপ্রিম নির্দেশ। কিন্তু, মঙ্গলবারের সন্ধেতেও চিকিৎসক তরুণীর সুবিচারের দাবিতে রাস্তা আঁকড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল জুনিয়র চিকিৎসকদের। স্বাস্থ্যভবন অভিযানের জেরে অবোরুদ্ধ করুণাময়ী। এদিকে সোমবারই সাংবাদিক বৈঠক থেকে ‘উৎসবে ফেরার’ আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তুমুল বিতর্ক চলছে রাজ্যজুড়ে। আন্দোলনকারী থেকে নাগরকি মহল, সর্বত্র উঠেছে বিতর্কের ঢেউ। এদিন জুনিয়র চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে মুখ্যমন্ত্রীর সেই বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে উঠল লাগাতার স্লোগান। ‘কাঁদছে আমার বোনের শব, চাই না এমন নোংরা উৎসব’, এই লাইনে চলে গানও।

প্রসঙ্গত, সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, ‘১ মাস তো হয়ে গেল। আজ ৯ তারিখ। এক মাস এক দিন। ৩১-এ মাস গিয়েছে। আমি অনুরোধ করব, পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন।’ আর এখান থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। এদিন প্রতিবাদ মুখর রাস্তায় দাঁড়িয়েই এক আন্দোলনকারী বলেন, ‘৩২ দিন হয়ে গিয়েছে। আজও বিচার পাওয়া যায়নি। আমাদের কোনও দাবি মানা হচ্ছে না। শুধু কোনওভাবে আমাদের ডিউটিতে প্রবেশ করিয়ে হাত তুলে নিতে চাইছে। উৎসব করতে বলছে। কিন্তু ওটা দিয়ে হবে না। এখন গোটা বাংলা, দেশ, গোটা বিশ্ব জেগে উঠেছে। সেই আগুন নেভানো যাবে না। উৎসবে যাঁরা ফিরতে চায় ফিরুক। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই মনোভাব কারও রয়েছে বলে মনে হয় না।’

পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন নিযাতিতা তরুণী চিকিৎসকের মা-ও। তিনি জানান, ‘দেশের মানুষ যদি ভাবেন উৎসবে ফিরবেন তাহলে ফিরবেন। তাঁরা তো আমার

মেয়েটাকে নিজের পরিবারের মেয়ে ভাবছেন। তাঁরা যদি ফিরতে পারেন তাহলে আমার কিছুই বলার নেই।’

এরপরই উৎসব প্রসঙ্গে মমতার বিরুদ্ধে আরও সুর চড়িয়ে চিকিৎসক পড়ুয়ারা বলেন, ‘আমাদের উৎসব একটাই। আমাদের উৎসব রাস্তায় রঙ তুলি দিয়ে আঁকা, প্ল্যাকার্ড তৈরি। মানুষকে বোঝাতে চাই আমরা এখনও বিচারের জন্য আওয়াজ তুলছি। যতক্ষণ না আমরা স্বাস্থ্য ভবনের চোখ খুলতে পারছি আমাদের আন্দোলন চলবে।’

ফুঁসছেন এনআরএস মেডিকেল কলেজের রেসিডেন্টস ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনও। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁরা জানান, ‘সুপ্রিম কোর্ট আমাদের ৫টার মধ্যে কাজে ফিরতে বলেছে। সঙ্গে বিচারপতি বলেছেন সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিরাপত্তা পেলেই তবেই যেন আমরা কাজে জয়েন করি। পরবর্তীতে নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ৫টার নির্দেশ অমান্যে একশনের কথাকে ভ্যালিডেট করেছিলেন। আমরা জানতে চাই কী অ্যাকশন নেওয়া হবে?’

আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের নজরে বারুইপুরের নমিতা সেবায়তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের চিকিৎসক তরুণীর ভয়াবহ খুনের ঘটনা একমাস অতিক্রান্ত। এখনও সে ভাবে কোনও গ্রেফতারি বা আটক না হলেও সিবিআই তদন্তে প্রকাশ্যে আসছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। এবার প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন। সিবিআইয়ের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ছিল সন্দীপ ঘোষের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন। ৮ অগাস্ট অর্থাৎ যেদিন রাতে এই নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটে সেদিন কোথায় ছিলেন সন্দীপ তার উত্তর খুঁজতে সিবিআইয়ের নজরে এবার ‘নমিতা সেবায়তন’!

সূত্রের খবর, আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন বলছে ঘটনার দিন বারুইপুর স্টেশন

সংলগ্ন একটি এলাকায় ছিল সন্দীপের মোবাইল। সন্দীপের মোবাইল পরীক্ষা করে টাওয়ার লোকেশনে বার বার বিশেষত শেষ কয়েক মাস মিলেছে বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ওই লোকেশনেই।

জানা যাচ্ছে, ওখানেই নিয়মিত প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালাতেন এই সন্দীপ ঘোষ। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বৃহস্পতিবার সন্দীপ ঘোষ বেআইনি ভাবে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতেন অন্তত এমনটাই জানা যাচ্ছে সিবিআইয়ের দাবিতে। সঙ্গে মিলেছে নানা লিফলেট ও বিজ্ঞপ্তিও।

এরই পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে হাজারো। আর জি করের ঘটনার দিন ৮ অগাস্ট ঠিক কতক্ষণ ছিলেন সেখানে সন্দীপ ঘোষ অর্থাৎ দেহ উদ্ধারের আগের দিন কতক্ষণ ওই চেম্বারে ছিলেন আরজি কর প্রাক্তন অধ্যক্ষ তা জানতে চান সিবিআই আধিকারিকেরা। প্রশ্ন উঠেছে, কত বছর ধরে তিনি বেনিয়ম করে চিকিৎসা চালাচ্ছেন তা নিয়েও। আর এই তথ্য খুঁজতে গিয়ে আঙুল উঠছে নমিতা সেবায়তনের কর্তৃপক্ষর ভূমিকা নিয়েও। কেন নমিতা সেবায়তন ইনচার্জ সন্দীপ ঘোষকে আড়ালের চেষ্টা করছেন প্রশ্ন উঠেছে সেখানেও। বেনিয়ম করে তিনি যে বসতেন তাতে কী মদত ছিল এই নমিতা সেবায়তনের তাও খতিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে সিবিআইয়ের তরফ থেকে।

থ্রেট কালচার বন্ধ করতে পদক্ষেপ নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে থ্রেট কালচারের অভিযোগে বহিষ্কার করা হল টিএমসিপির ইউনিটের অভিযুক্ত ছাত্রদের। হাউজ স্টাফ টিএমসিপি নেতা শাহিন সরকার-সহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইন্টার্নশিপ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সোহম মণ্ডলকে। নম্বর বাড়ানোয় অভিযুক্ত ইন্টার্ন সোহমের খাতা পুনর্মূল্যায়ণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নম্বর বাড়ানোর ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের নাম জড়ানোয় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা। অন্যদিকে, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি থেকে সরানো হয়েছে প্রাক্তন ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তকে। পাশাপাশি আরএমও নীলাভ্র ঘোষ, সহকারি ডিন সুদীপ্ত শীলকে ছুটিতে যাওয়ার অনুরোধ করেছে মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিল। তাঁদের বিরুদ্ধে একপেশে আচরণের অভিযোগ উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেন, ‘কলেজ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁদেরকে আমরা ডিসকলেজিয়েট করব। যে ইন্টার্নদের নাম এসেছে, তাঁদের ক্ষেত্রে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়েছে। যাঁরা হাউজ স্টাফ, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, হাউজ স্টাফশিপ টারমিনেট করে দেবে। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলকে বলব, যাতে ওদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর আদৌ দেওয়া উচিত কিনা, সে বিষয়েও চিন্তাভাবনা করতে।’

এদিকে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, ‘যাঁরা মূল অভিযুক্ত, যাঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, তাঁদের কয়েকজন ধরা পড়েছে। যাঁরা আবার সেই জিনিস চালু করার চেষ্টা করবেন, তাঁদের যেন বহিষ্কার করা হয়। নাহলে ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।’

প্রসঙ্গত, তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ খুনের ঘটনার পর থেকে আরজি কর হাসপাতালের একাধিক দুর্নীতি সামনে আসে। উঠে আসে উত্তরবঙ্গ লবির কথা। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে থ্রেট কালচার-সহ দুর্নীতি করে পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো, র‍্যাগিং একাধিক অভিযোগ ওঠে। সরকারি আধিকারিক, হাউজ স্টাফ-সহ একাধিক পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে হুমকি, নম্বরে কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। টানা বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এবার অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হল।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নয়া অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সৌমিত্র মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার গার্ডেন রিচ শাখার অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক অর্থাৎ অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সৌমিত্র মজুমদার। এরপর আগে তিনি পূর্ব রেলওয়ের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সামলেছেন। ভারতীয় রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিসের ১৯৮৯ পরীক্ষা ব্যাচের একজন কর্মকর্তাছিলেন সৌমিত্র মজুমদার।

ভারতীয় রেলওয়ে পরিষেবার বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন তিনি। যেমন কখনও পূর্ব রেলওয়ে এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে, তো কখনও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রধান যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থাপক কিনবা প্রধান ট্রাফিক পরিকল্পনা

ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। রেলের অপারেশন এবং বাণিজ্যিক বিষয়গুলির পাশাপাশি রেলওয়ের জনসংযোগ এবং মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় বিস্তৃত জ্ঞান এবং কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে সৌমিত্র বাবুর। খেলাধুলা, সঙ্গীত, ভ্রমণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডেও তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে।

৫১ জন চিকিৎসককে তলব আরজি কর কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৫১ জন চিকিৎসককে চিঠি দিল আরজি কর কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ফেল করানো, আর্থিক অনিয়ম, বিভাগীয় প্রধানদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ সহ ক্যাম্পাসে থ্রেট কালচার তৈরি ঘিরে অভিযোগ উঠেছে এই ৫১ জনের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই ৫১ জন চিকিৎসক, এমনটাও জানিয়েছেন আরজি করের আন্দোলনকারীদের একাংশ।

সোমবার কলেজ কাউন্সিলিংয়ের বিশেষ বৈঠকে সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ সৌরভ পাল, আশিস পাণ্ডে, রোহন কুণ্ডু-সহ ৫১ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, এই ৫১ জন সন্দীপ ঘোষের হয়ে আরজি করে থ্রেট কালচার তৈরি করেছিলেন। দাবির প্রেক্ষিতে ৫১ জনকে বুধবার তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্পত্তির হিসেব খতিয়ে দেখতে সন্দীপ-জায়াকে তলবের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, দুর্নীতি তদন্তে সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হয়েছিল ইডির তরফে। তদন্তে একাধিক বাড়ির হদিসও ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, স্থাবর সংক্রান্ত ও সন্দীপের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সিবিআই দফতরে জমা দিয়েছেন সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী সঙ্গীতা ঘোষ। এই সূত্রে আগামী দিনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে সঙ্গীতা ঘোষকেও, ইডি সূত্রে এমনটাই ইঙ্গিত মিলছে।

ইডি সূত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যায় ইডি দফতরে গিয়ে এই নথি জমা করেন সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী। এর আগে সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশিতে উদ্ধার হয় একাধিক চাঞ্চল্যকর নথি। সূত্রের খবর, সন্দীপের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের একাধিক নথি উদ্ধার হয়েছে তাঁর বাড়ি থেকেই। আদালতে নথি জমা দিয়ে এমনটাই দাবি জানিয়েছে সিবিআই।

এছাড়াও সন্দীপের বিরুদ্ধে মিলেছে বেনিয়মের একাধিক অভিযোগ। ‘২০২২-২৩ সালে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয় ৮৪ জন এমবিবিএস হাউস স্টাফকে’, ‘নিয়োগ কমিটির সই ছাড়াই চলে নিয়োগ প্রক্রিয়া’, লাইসেন্সহীন ৩ সংস্থাকেও সন্দীপ ঘোষ টেন্ডার দেন বলেও দাবি সিবিআইয়ের। প্রসঙ্গত, আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর থেকেই সিবিআইয়ের আতসকাচের নিচে ছিলেন সন্দীপ। গত ১৬ অগাস্ট থেকে ওই মামলায় তাঁকে প্রায় টানা জেরা করেছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। তার মধ্যেই উঠে আসে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। গত ২ সেপ্টেম্বর সেই মামলাতেই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এদিকে আর্থিক বেনিয়মের মামলায় গ্রেফতার হওয়া আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে মঙ্গলবার সিবিআই আলিপুর আদালতে হাজির করানোর আগে ভার্চুয়ালি পেশের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত।

ইডির নজরে সন্দীপের ল্যাপটপ, মিলতে পারে বহু তথ্যের হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুধুমাত্র তাঁর বেলেঘাটার বাড়ি নয়, তাঁর শ্বশুরবাড়িও বাদ যায়নি এই তালিকা থেকে। বাদ যায়নি শ্যালিকার বাড়িও। এই তল্লাশিতে একাধিক নথি উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয় প্রসূন চট্টোপাধ্যায় নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে। আর এই তল্লাশির সময়েই উদ্ধার করা হয় একটি ল্যাপটপ।

আপাতত ইডি সূত্র যে খবর মিলছে তাতে আরজি কর মামলার তদন্তে ইডি-র মোক্ষম অস্ত্র হতে পারে এই সন্দীপ ঘোষের ল্যাপটপ। ইতিমধ্যেই সেটি বাজেয়াপ্তও করেছে ইডি। এই প্রসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়, সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে ল্যাপটপটি ছিল না। সেটি সরিয়ে রাখা হয়েছিল আত্মীয়ের বাড়িতে। যদিও শেষ পর্যন্ত ইডি তল্লাশিতে উদ্ধার হয় সেটি। ইডি-র আধিকারিকদের ধারনা, এই ল্যাপটপেই রয়েছে দুর্নীতির তথ্য। সূত্রের খবর, টেন্ডার সংক্রান্ত নথি রয়েছে ল্যাপটপে। এক্সেল ফাইলে রয়েছে প্রচুর টাকার হিসেব। এই সব ফাইল ঘেঁটে দেখার পাশাপাশি নজর রাখা হচ্ছে ই-মেলের ওপরেও।

সন্দীপ ঘোষ আরজি করের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনেক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। বিভিন্ন সময়ে সে সব অভিযোগ সামনে এলেও তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর অভিযোগ আরও জোরাল হয়, নতুন করে মামলাও হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সন্দীপের বিরুদ্ধে হওয়া দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরই সন্দীপকে গ্রেফতার করে সিবিআই। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতেই রয়েছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

অভীককে এসএসকেএমে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার নিজের কলেজ এসএসকেএম-এই ঢুকতে পারবেন না পিজিটি পড়ুয়া অভীক দে, এমনটাই সিদ্ধান্ত এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, যতদিন না তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন, ততদিন তিনি এসএসকেএম-এ প্রবেশ করতে পারবেন না। এসএসকেএম সূত্রে খবর, কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গত ৯ অগাস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর কয়েকটি ছবি সামনে আসে। লাল জামা পরিহিত এক যুবককে দেখা যায় ওই সেমিনার হলে। তখনই প্রশ্ন ওঠে। এরপর লালবাজারের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়েছিল, ওই যুবক ফিঙ্গার প্রিন্ট

এক্সপার্ট।

এরপরই জানা যায়, ওই যুবক এসএসকেএম হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রথম বর্ষের ট্রেনি। প্রশ্ন উঠে, এসএসকেএম-র জুনিয়র ডাক্তার ওইদিন আরজি করে কী করছিলেন তা নিয়েও। এরপর সব বিষয়ে খতিয়ে দেখে অভীক দে-কে গ্রেফতার করে সিবিআই।

চলন্ত বাসে শ্লীলতাহানি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার চলন্ত বাসের মধ্যে এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে রুবি মোড়ের কাছে। চলন্ত বাসের মধ্যে শ্লীলতাহানি করে অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় মেয়েটি চিৎকারে বাসের যাত্রীরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। এরপর বাসের মধ্যেই চলে গণপিটুনি। এরপর রুবি মোড় সংলগ্ন অংশে বাসটিকে দাঁড় করিয়ে পুলিশের হাতে অভিযুক্তকে তুলে দেয় বাসের যাত্রীরা। পুলিশ কসবা থানায় নিয়ে যায় অভিযুক্তকে।

যদিও এই ঘটনাতেও বিতর্কে পুলিশ। অভিযোগকারীকে দীর্ঘক্ষণ থানায় বসিয়ে রাখা এবং এফআইআর নেওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। প্রায় দু’ঘণ্টার পর পুলিশ অভিযোগ নেয়। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর বাড়ি লর্ডসের মোড়ে।। এদিন রুবি মোড় থেকে তিনি বাসে উঠে বাড়ি ফিরছিলেন। ভিড় বাসের সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত ওই তরুণীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ।

বেলঘড়িয়ায় তৃণমূল কাউন্সিলরের ‘দাদাগিরি’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেলঘড়িয়া থানার ঘোলা রোডের নন্দননগর এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বলা দাস। কামারহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দননগর রাধারমন মিত্র বাজার এলাকায় তাঁর একটি স্টেশনারি দোকান আছে। সেই দোকানটি ৪০ বছরের পুরোনো। অভিযোগ, কয়েকদিন আগে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন আচার্য ওই মহিলার দোকানে এসে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন। দাবি মতো টাকা না দিলে দোকান খোলা যাবে না বলে হুঁশিয়ারিও দেন ওই কাউন্সিলর। দোকানদার উজ্জ্বলা দাসের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে দলবল নিয়ে ফের তাঁর দোকানে আসেন কাউন্সিলর তপন আচার্য। তারা দোকান খুলতে বাধা দেয়। আইসক্রিমের ফ্রিজ ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। দোকানের মালপত্র টেনে ফেলে দেওয়া হয়। এমনকি কাউন্সিলর দোকানের সামনে বসেও পড়েন। জোর করে দোকান খুলতে গেলে ওদের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি বেধে যায়। ধস্তাধস্তির জেরে তিনি হাতে ও মাথায় আঘাত পান। মহিলা দোকানদার কাউন্সিলর-সহ

দলবলের বিরুদ্ধে বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে। তবে দোকানে ঢুকে কাউন্সিলর ও তাঁর দলবলের তাণ্ডব সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে। যদিও সিসিটিভির সেই ফুটেজ যাচাই করেনি ‘একদিন’। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে কামারহাটি পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তপন আচার্য্য বলেন, ‘দোকানটা রাস্তার দিকে পাঁচ ফুট চলে এসেছে। রাস্তা সংস্কারের জন্য রাস্তার দিকে চলে আসা বাড়তি জায়গা ওনাকে ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু উনি তা শোনেন নি।’ কাউন্সিলরের দাবি, ‘মহিলার কাছে টাকা চাওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।’ এই ঘটনা নিয়ে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, ‘রাস্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত হলে তা দেখার দায়িত্ব পুরসভার অধিকারিক কিংবা ইঞ্জিনিয়ারদের। কাউন্সিলর মানুষের কথা পুরসভায় তুলে ধরবে। কিন্তু এই ধরনের কিছু হলে খুব ভুল কাজ হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখব। এমনকি মহিলা যাতে সুবিচার পান, সেটাও দেখব।’

বিস্ফোরক অভিযোগ নির্যাতিতার বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনায় এবার বিস্ফোরক অভিযোগ মৃত তরুণী চিকিৎসকের বিশেষ এক বন্ধুর। তাঁর ওই বন্ধু তথা চিকিৎসক জানিয়েছেন, ‘ঘটনার দিন আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন, তাই অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। তবে তাড়াহুড়ো যে হয়েছিল, সে কথা ঠিক।’ তিনি জানান, ‘সেই রাতে টালা থানায় এফআইআর করার সময় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আমি। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা ছিলেন সেখানে। এক প্রতিবেশী এফআইআর লিখছিলেন। এই এফআইআর লেখার সময়েই তিন জন যুবক থানায় হাজির হয়েছিলেন।’ একইসঙ্গে তিনি এও জানান, ‘তিনজন ছেলে এসেছিলেন থানায়। বলেছিলেন, আরজি কর থেকে আসছি। এফআইআর-টা আমরা দেখতে চাই। আমার বন্ধুরা তাঁদের আটকায়। বলা হয়, এখন এফআইআর দেখা যাবে না। ওরা বলেছিল, আরজি কর থেকে সাহায্য করতে এসেছি। দীর্ঘ সময় বসেছিল টালা থানায়। আমরা চলে আসা পর্যন্ত তারা বসেছিল।’ এই তিন যুবক কারা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তবে ওই চিকিৎসকের দাবি, বিষয়টা বিচারাধীন, তাই এই বিষয়ে মন্তব্য করবেন না।

পাশাপাশি, তিনি এও দাবি করেন, ক্রাইম সিন সে দিন ঘিরে রাখা ছিল না। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ‘তখন কী ঘটছে, তা দেখতে পারিনি।

পরে ছবি দেখেছি। তবে ক্রাইম সিন ঘেরা ছিল না। পুলিশ ছিল। আমি ভিতরে এক মিনিট থেকে চলে আসি।’

এর পাশাপাশি ময়নাতদন্তের সময় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতার বিশেষ বন্ধু। এদিকে সুপ্রিম কোর্টেও প্রশ্ন উঠেছে, কেন সন্ধ্যার পর ময়নাতদন্ত হল তা নিয়েও। ওই বন্ধু চিকিৎসক এই প্রসঙ্গে জানান, ‘আমার যতটুকু জ্ঞান তাতে, অন্ধকার হয়ে গেলে কালার চেঞ্জগুলো বোঝা যায় না। শরীরে বিষ থাকলে, যদি শরীরের বিশেষ অংশের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা ধরা যায় না। তাই সূর্যাস্তের পর ময়নাতদন্ত করা হয় না।’

প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্যাতিতার বিশেষ বন্ধু তাঁর সম্পর্কে বলেন, ‘বাইরের মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছি। তাই বলতে পারি, একেবারে বাইরের লোক হাসপাতালে ঢুকে এটা ঘটাবে, ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগছে।’

সম্পাদকীয়

শুধু কঠোর আইন নয়, চাই দুর্বৃত্তের প্রতি কঠোর প্রশাসন

অপরাজিতা বিল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সমাজকর্মী এবং আইনজীবীরাও। তাঁদের অভিজ্ঞতা, শাস্তির কঠোরতা বাড়লে দোষী সাব্যস্ত করার হার কমে। প্রাণদণ্ড কতটা ফলপ্রসূ, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নির্ভয়া কাণ্ডের পরে বিচারপতি বর্মার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মত দিয়েছিল, প্রাণদণ্ড অপরাধ প্রতিরোধ করতে পারে না। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও তা-ই করল। সুপ্রিম কোর্ট যেখানে 'বিরলের মধ্যেও বিরলতম' অপরাধ ছাড়া প্রাণদণ্ড দেয় না, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং জনসভায় ধর্ষকদের ফাঁসি দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। অথচ, ফাঁসির দণ্ডের ব্যবস্থা জাতীয় আইনেও ছিল, সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না। প্রশ্ন জাগে, আইনে বজ্র আঁটুনি কি আঁটা হল প্রশাসনের ফস্কা গেরো থেকে দৃষ্টি ফেরাতে? আর জি কর কাণ্ডের তদন্তে পুলিশের সন্দেহজনক, অপেশাদার কীর্তিকলাপের জন্য প্রবল জনরোষের মুখে সরকার। পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবি উঠেছে। আদালতেও ভর্ৎসিত এ রাজ্য। এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, হত্যাকাণ্ডের মাত্র চব্বিশ দিনের মাথায় বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে সংশোধনী পাশ করানোর তৎপরতা যেন আইন পালনে শিথিলতা ঢাকার চেষ্টা। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ধর্ষণের মতো অপরাধের বিচারের জন্য প্রতি জেলায় স্পেশাল কোর্ট তৈরি হবে। এতে সামান্যই ভরসা জাগে, কারণ কেন্দ্রের হিসাবে এ রাজ্যে একশো তেইশটি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি হওয়া দরকার। উপরন্তু, রাজ্যে কর্মরত স্পেশাল কোর্টগুলি লোকবলের অভাবে এবং পরিকাঠামোর দুর্বলতায় শীর্ণ। সাধারণ আদালতের চাইতে সেগুলি বেশি কার্যক্ষম, এমন বলা চলে না। পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তৈরি করা, একুশ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করার প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও সংশয় একই; যথেষ্ট পুলিশকর্মী এবং অর্থ বরাদ্দ না থাকলে দ্রুত তদন্ত হবে না, বরং অভিযোগ নথিভুক্তিতেই অনাগ্রহ দেখা দেবে। এই ভয়ার্ত সময়ে সরকার ও প্রশাসনের প্রতি মেয়েদের আস্থা ফেরানোর জন্য বিধানসভায় পাশ-করানো প্রস্তাবটি সমস্যাজনক। কঠোর আইন নয়, চাই দুর্বৃত্তের প্রতি কঠোর প্রশাসন।

বুদ্ধিজীবীদের জহরব্রত

তন্ময় সিংহ

সম্ভবত ক্ষত্রজতুগৃহক্ষয় থেকে আসে জহরব্রত শব্দটি, নিজস্ব আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে রাজপুত সমাজের নারীদের আত্ম বলিদান দেওয়ার এক অমর ইতিহাস জহরব্রত। যুগে যুগে নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষায় জহরব্রত পালন করার উদাহরণ আমরা প্রায়ই পাই, তারই একটি নতুন সংস্করণ আমরা দেখলাম কলকাতার বুকে ঘটে চলা নাগরিক সমাজের আন্দোলনের ফলাফল হিসেবে দেশের একজন প্রথিতযশা আধিকারিক ও রাজ্যসভার সাংসদের পদত্যাগের মধ্যে।

বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখছি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা জনপ্রিয় মানুষ তারা রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সংযোগ তৈরি করেছে এবং অতি সহজেই বর্তমানে ব্যক্তি নির্ভর দলগুলিতে সাংসদ কিংবা বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত অথবা ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন। সাধারণ কর্মীরা মাঝে মাঝেই হা হুতাশ করে সমাজ মাধ্যমে তাদের মনের ক্ষোভের কথা লিখে আবার একনিষ্ঠভাবে নিজের পেশায় অর্থাৎ রাজনীতির সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। পূর্বতন সরকারের আমলে কলকাতার বুকে দাপিয়ে বাড়ানো বিরোধী দলের নেতা বর্তমানে শাসক দলের বিধায়ক হয়ে বুদ্ধিজীবীদের দাপটে প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকায়, অস্থির সময়ে ইলিশ উৎসব করছেন প্রচারে থাকার জন্য।

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই-- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'

সাধারণ কর্মীরা মোটামুটি জেনেই গেছে, মঞ্চে আর জায়গা নেই, মোটামুটি সব দলেই টিকিট বন্টনের ক্ষেত্রে ও মঞ্চের সামনের সিটে বুদ্ধিজীবীরা। এই এত বিপুল পরিমাণ বুদ্ধিজীবীর যোগান দেওয়ার জন্য মিডিয়া নিজস্ব প্রয়োজনে শব্দটির অতি সরলীকরণ করে তৈরি করেছে নিজস্ব বুদ্ধিজীবী মহল। টেলিভিশনের দৌলতে পর্দায় আপনি উপস্থিত হলেই আপনি বুদ্ধিজীবী এবং বুদ্ধিজীবী হলে তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে সে কোন না কোন মঞ্চ আলো করে আছে , সে লাল, সবুজ কিংবা গেরুয়া কিংবা মিডিয়ার ব্যক্তিগত বুদ্ধিজীবী যাই হোক না কেন। এটাই বিগত দশকের দস্তুর। মাঝের কিছু সময় অক্সিজেনের অভাব হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা দল ভাগ করে মোটামুটি সমাধান করে ফেলেছিল। তারপর আবার তিন বছরের স্বর্গসুখের পরে হঠাৎ ধাক্কা লাগলো ২০২৪ এ।

এই বুদ্ধিজীবীদের অনেকগুলো দল কেউ প্রকৃত ইন্টেলেকচুয়াল, কেউ শিক্ষিত সৌখিন বামপন্থী, আবার কেউ পর্দার তারা আর সবশেষে নিজের যা কিছু ছিল তার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে ভাঁড়ে পরিণত হওয়া একদল। এর সাথে তৈরি হয়েছে এক আধুনিক সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলিং সমাজ। যারা তৈরি হয়ে আছে তাদের স্রোতে গা না ভাসালে যে কোন উপায়ে নিচে নামিয়ে আনার জন্য। শহর কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া এক অমানবিক হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী জন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন অনেককে বাধ্য করেছে মঞ্চ থেকে রাজপথে নামতে বা নিজস্ব রংধনু জোট তৈরি করে মিছিল ও বিবৃতি দিয়ে দুকূল বাঁচানোর একটা প্রচেষ্টা করতে।

অন্যদিকে জনগণ চায় বলিদান, খাপ পঞ্চায়েত থেকে নিদান দেয়া হয়েছে বলিদানের। এক অর্থনৈতিক অসাম্যের মাঝে জীবনযাপন করতে করতে ও দৈনন্দিন লড়াই করতে করতে সাধারণ মানুষ দেখেছে তারই প্রতিবেশী এক রাজনৈতিক জীবদের বিত্ত ও সম্পদের রকেটের গতিতে বৃদ্ধি। চুপ করে বসে থাকা সাধারণ মানুষ প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে যখন নাগরিক সমাজ আলোড়িত হয়েছে কর্মস্থলে অত্যাচারের পর মৃত এক সহ নাগরিকের জন্য। যে ক্ষোভ গুলো ছিল তার নিতান্তই ব্যক্তিগত সেগুলো বলতে পারছিল না শাসকের রোষানলে আসার ভয়ে, ভাষা খুঁজে পেয়েছে নির্ভয়ার জন্য এই আন্দোলনে। এই সাধারণ মানুষকে ট্রোলিং মাতব্বরেরা মঞ্চ থেকে রাজপথে নেমে আসা বুদ্ধিজীবীদের দিকে লেলিয়ে দেওয়ার পর, আমরা দেখেছি আন্দোলনের মধ্যে হিংসার একটি নগ্ন রূপ। শাসক দলের ভেতরেও চলছে অক্সিজেনের অভাবে বিভিন্ন রকম কাণ্ডকারখানা। ক্রমাগত ব্যাটিং করতে করতে ক্লান্ত মুখপাত্র কখনো কখনো ঢিল ছুঁড়ে দেখছেন সহকর্মী সহ্য করতে পারছে কিনা। দেশের যে কোন বিষয়ে বক্তব্য রাখা মহিলা সাংসদ, এই ঘটনার কোন বিবৃতি না দিতে পেরে হয়ত বা বাধ্য হয়েছেন দেশের অন্যতম মুক্ত সাংবাদিক কে সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্লক করতে। বর্ষীয়ান রাজ্যসভার সাংসদ এই সুযোগে বাস্তিল দুর্গ ভাঙতে চাইছেন কিন্তু তিনি আবার জহর ব্রতে রাজি নন। আবার এক প্রাক্তন সাংসদ বিবৃতি দিচ্ছেন চিকিৎসা ব্যবস্থায় চলে আসা মৌরসিপাট্টার বিপক্ষে মনে সুপ্ত ইচ্ছা নিয়ে এদের বিদায় হলে হয়তো বা আমি। এইভাবে অক্সিজেন কম চলতে চলতে আমরা দেখলাম রাজ্যসভার এক সাংসদ মেয়াদ শেষের আগেই তার পদ থেকে পদত্যাগ করাই। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা তার চিঠি থেকে উঠে এলো আত্মমর্যাদা রক্ষা করার জন্য জহরব্রত পালন করার কথা।

'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারে তে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।'

সামাজিক মাধ্যমে ওনার চিঠিটা পড়তে পড়তে চোখে লাগলো ওই অংশটা যেখানে উনি বলেছেন আমি আমার সারা জীবন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদে থাকার পরেও এবং পরবর্তীতে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার পরেও আমি দেখি আমি পিছিয়ে পড়েছি অনেক পঞ্চায়েত এবং কাউন্সিলরের কাছ থেকে প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে। অন্যান্য দলেও এই উদাহরণ থাকলেও তিনি প্রতিকার চান কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন সমাজের যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা এই মুহূর্তে কোন কথা শুনছে না ও বিশ্বাস করছে না।

পূর্বতন বাম সরকারের আমলে ছিল এক নিঃশর্ত আনুগত্য, উল্টো পিঠ হলেও কেন্দ্রের শাসক দল রেজিমেন্টেড, ওই দলগুলিতে বিরুদ্ধাচরণ করার মত পরিস্থিতি বা মেরুদন্ড ক্ষেত্রেই থাকেনা। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী দলগুলির মধ্যে আজও বিরুদ্ধ স্বর এবং গোষ্ঠী দেখা যায় ।রাজ্যের শাসক দলেও আমরা মাঝে মাঝেই দেখি অক্সিজেনের অভাব বোধ করেন বুদ্ধিজীবী নেতারা। আসলে এক নাট্যকার ও প্রাক্তন সংসদের কথা অনুযায়ী শেষ করি যে পার্টি লাইনের বাইরে যাওয়ার সময় এটা নয়। আর সব রাজনৈতিক দলগুলি খোঁজে চূড়ান্ত পরিমাণে আনুগত্য সেখানে এই ধরনের মানুষেরা যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত, তারা অনেক সময় অনুশাসন এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে মানিয়ে না নিতে পেরেও সাথে থাকবেন অলংকার হয়ে,বাধ্য হবেন না জহরব্রত নিতে। সেদিক থেকে এই সামাজিক আন্দোলনে ছোটখাটো কিছু ত্যাগের পর বলিদান এল রাজপুরুষের কেউ বাধ্য হলো জহরব্রত নিতে, সাথে সকলের মনের জিজ্ঞাসা পরের জন কে?

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান!'

ছবি: জহরস্থল (সংগৃহীত)

বিকিরণ প্রযুক্তির হাত ধরে রূপান্তরের পথে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা

চিরাগ পাসোয়ান
কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী

শুধুমাত্র ন্যূনতম পুষ্টিসাধন নয়, বৃহত্তর ক্ষেত্রে খাদ্যের আরও গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের উৎসব, সামাজিক মিলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খাদ্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আর্থিকভাবে খাদ্য শিল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং গ্রামীণ ও কৃষি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটায়। অভ্যন্তরীণ ব্যবহার এবং রপ্তানি, উভয়ের মাধ্যমে এটি জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাধীনতার ৭৮তম বর্ষে বিকশিত ভারতের ভাবনাকে সামনে রেখে ভারত এগোচ্ছে। সেই কারণে খাদ্যে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে নিরাপদ খাবার পৌঁছে দেওয়া যেমন সুনিশ্চিত হয়, তেমনই খাদ্য নষ্ট ও অপচয় কমে, সবার কাছে পুষ্টিকর খাদ্য সহজলভ্য হয়।

খাদ্যের সুরক্ষা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফল ও সব্জির মতো পচনশীল খাবারের অপচয় ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কৃষিজ এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের বাণিজ্য বেড়ে চলেছে, তাই যথার্থ খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয়। বহু উন্নত অর্থনীতির দেশে খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মবিধি চালু রয়েছে এবং আমদানির ক্ষেত্রে তারা সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি, ক্রেতাদের আস্থার হ্রাস, খাদ্য সরবরাহে অব্যবস্থা ও দামে স্থায়িত্ব সহ খাদ্য সুরক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিঘাতও। তাই খাদ্য সুরক্ষা শুধুমাত্র আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেইসঙ্গে, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর্থিক বিকাশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতি এবং বাজার দখলের বিষয়টিও।

২০২৪-২৫ বর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে এমএসএমই ক্ষেত্রে ৫০টি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিকিরণ ইউনিট গড়ে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের সংকল্পের বার্তা প্রতিফলিত হচ্ছে। খাদ্যে বিকিরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিজাত খাদ্য পণ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়, সেইসঙ্গে খাদ্য নষ্ট কম হয়।

বিকিরণ প্রযুক্তিতে ক্ষতিকর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ধ্বংস করা হয়, তাই খাদ্যবাহিত রোগের বিপদ কমে। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যের পচনও রোধ করা যায়। এর ফলে, দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যপণ্য সতেজ রাখতে রাসায়নিক সংরক্ষণ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় না।

বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের সংরক্ষণের ভাবনা নতুন নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফল, শাকসব্জি, গুল্ম, মাংস, মাছ প্রভৃতির মতো খাদ্যের সংরক্ষণে সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়ে আসছি আমরা। খাদ্যের সামগ্রিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিকিরণ প্রক্রিয়া হল, অত্যন্ত নিরাপদ এবং কার্যকর পদ্ধতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার মতো দেশগুলিতে এই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল, ২০১২-র চুক্তি, যার মাধ্যমে ২০ বছর পর নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে আমেরিকায় আম রপ্তানির সুযোগ পায় ভারত।

দেশজুড়ে ৩৪টি বিকিরণ প্রক্রিয়ার সুবিধাসম্পন্ন ইউনিট চালু করেছে ভারত। এই পরিকাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক। সেই সঙ্গে ১৬টি ইউনিট এই মন্ত্রকের সরাসরি সহায়তা পাচ্ছে। এই অগ্রগতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে, এই ধরনের বিকিরণ প্রযুক্তি চালু করার জন্য প্রয়োজন বিপুল অঙ্কের পুঁজি। এক একটি ওয়ান এমসিআই কোবাল্ট ৬০ ক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণ প্রযুক্তির ইউনিট চালুর জন্য খরচ হয় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকা। সেই সঙ্গে রয়েছে জমি এবং পরিকাঠামো তৈরির অতিরিক্ত খরচ। এই ধরনের প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট চালুর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বেশ কয়েকটি জটিল পর্যায়, যার মধ্যে রয়েছে, প্রকল্পের স্ক্রুটিনি, অনুমোদন, প্রকল্প স্থলের সবুজ সংকেত, প্ল্যান্ট নির্মাণ, সুরক্ষা ব্যবস্থা, তদারকি প্রভৃতি। গোটা প্রক্রিয়ার দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র এবং পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক পর্ষদের মতো সংস্থা।

প্রাথমিকভাবে বিপুল পুঁজির প্রয়োজন হলেও, এর অন্যান্য সুবিধাও রয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকায় লগ্নিকারীদের কাছে এই শিল্প অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ২০২৫-২৬ বর্ষে ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ৫৩৫ মার্কিন বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খাদ্যের অপচয় কমাতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রতিটি বিকিরণ ইউনিটে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক আগ্রহী শিল্পোদ্যোগীদের কাছে খাদ্য বিকিরণ ইউনিট গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

খাদ্য সুরক্ষা ও পচনশীল খাদ্যের স্থায়িত্ব বাড়াতে বিকিরণ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ জরুরি হয়ে পড়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তা সহ এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আমরা বিনিয়োগকারী এবং শিল্পোদ্যোগীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। বিকিরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতে খাদ্যের সুরক্ষা বাড়বে, অপচয় কমবে এবং গুণগতমান বজায় থাকবে। সেই সঙ্গে কৃষকদের ভালো দাম সুনিশ্চিত হবে। ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের রূপান্তরের লক্ষ্যে আমাদের সঙ্গে হাত মেলান , আপনার লগ্নি কৃষির ভবিষ্যৎ গড়ার পথ প্রশস্ত করবে এবং দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্য

ডাঃ শামসুল হক

নাগরিক কর্তব্য পালনের তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনের জন্য যে প্রয়োজন অক্ষর জ্ঞানের সেটা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দলই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ উদ্যোগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই গড়ে উঠেছিল নতুন সেই সংস্থা। আর তারপর সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিশেষ তৎপরতায় শুরু হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের মহান প্রয়াসও।

সেই সংস্থার বুদ্ধিজীবী মহলের মনে হয়েছিল যে , মানুষ যদি ঠিকভাবে পড়াশোনা না শেখেন তাহলে তাঁর পক্ষে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াও সম্ভব নয়। আর সেটা সম্ভব না হলে সমস্যাবহুল ও হয়ে উঠতে পারে জীবনটাও । তাই বাঁচার তাগিদেই প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের। আর সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই ১৯৬৫ সালে ইউনেস্কো একটা বিশেষ সম্মেলনের ও আয়োজন করে। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের আট তারিখটা পালন করা হবে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস হিসেবেই। আর ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল থেকেই একেবারে নিয়ম মেনেই সাড়ম্বরের সঙ্গেই পালিত হতে থাকে সেই দিবস। আর তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল উৎসবের আমেজও।

তবে দিবস পালনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে সমান গুরুত্ব সহকারেই তা পালিত হয়েছে সেটাও কিন্তু বলা যাবে না। ইউনেস্কোর সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাক্ষরতার হার অত্যন্ত কমই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনেক চেষ্টার পরও অবস্থার কিন্তু তেমন একটা পরিবর্তন ঘটেনি। জানা গেছে সেইসব এলাকার দারিদ্র যেমন চোখে পড়ার মতো, ঠিক তেমনই সেখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ ও বেশ ভয়াবহ। আর সেই কারণেই বিলম্বিত হচ্ছে উন্নয়নের কাজও। তাই ইউনেস্কোর প্রতিনিধিরা সেই এলাকার জন্য তৈরি করেছেন নির্দিষ্ট একটা করে থিমেরও। বছর বছর পৃথক পৃথক থিমের মাধ্যমেই সেখানকার উন্নয়ন সম্ভব বলেও মনে করেন গবেষকরা। আর কয়েক বছরের মধ্যেই মিলেছে উপযুক্ত ফলাফলও।

আমাদের দেশেও প্রতিবছর সঠিকভাবেই পালিত হচ্ছে সেই দিবস। আর ফলস্বরূপ মিলেছে অনেক সফলতাও। ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের দেশে নিরক্ষরতার হার ছিল ৮৩.৫ শতাংশ। ১৯৬১-৬২ সালে একটু পরিবর্তন ঘটে তার। শতাংশের হিসেবে সেটা দাঁড়ায় ৭৩. ৫ সংখ্যায়। ১৯৮১-৮২ সালে সমগ্র অবস্থার আরও উন্নতি হয় এবং ২০১১-১২ সালে ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ৬৯.৭৭ শতাংশে ।

ফলে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালনের মাধ্যমেই আমরা যে দেখেছি আশার আলো এবং বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল হয়েছে আমাদের মুখ সেটা ভেবেও মনে মনে তৃপ্ত আমারা এবং আগামী দিনে এই দিনটাকে যাতে আরও সুন্দরভাবে পালন করতে পারি সেই দিকেও চোখ কান খোলা থাকবে আমাদের।

নিরক্ষরতা সকল দেশের সব শ্রেণীর মানুষের কাছেই যে জ্বলন্ত একটা করে অভিশাপ মাত্র, সেই সত্যটাকে সবসময় মনেও রাখতে হবে আমাদের। আর বিশ্বাস করতে হবে যে, সাক্ষরতা মানেই অন্ধকার ভেদ করে আলোর ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ার উৎকৃষ্ট একটা অবলম্বনও। আবার এই সাক্ষরতাকেই সমাজের মাঝে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার হাতিয়ার হিসেবেও গন্য করা হয়ে থাকে। তাই এখন থেকে সমস্ত দেশের সব শ্রেণীর মানুষজনই বিশেষ সেই দিনটাকে যাতে একেবারে সঠিকভাবেই পালন করতে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেন নজর রাখতে হবে সেই দিকেও।

শব্দবাণ-৪১

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২ .একটু-আধটু ৫. অহংকার ৬. তীর, কূল ৭. আড়ি নয় ৮. শুশ্রূষা ১০. বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত কামান ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মহৎ ২. শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত এক দার্শনিক মত ৩. পরমেশ্বর, ভগবান ৪. পরিবর্তন ৯. পুঁজি ১১. এখানে সোনা সস্তা।

সমাধান: শব্দবাণ-৪০

পাশাপাশি: ১.অবস্থা ৩. পরিখা ৫. শবর ৬. নম্বর ৭. বাসক ৯. সজাগ ১১. ইজের ১২. রসাল

উপর-নীচ: ১. অবশ ২. স্থাবর ৩. পতন ৪. খাবার ৭. বালাই ৮. কবর ৯. সত্বর ১০. গজল।

জন্মদিন

আজকের দিন

মোহন ভাগবত

১৯১১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুরলী কার্তিকের জন্মদিন।*

আনন্দকথা

''লাভের পর যদি কেউ বিচার করে, সে যেমন মৌমাছি মধুপান করতে করতে আধ আধ গুনগুন করে।''
ওস্তাদটি বেশ গান গহিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, ''যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতবিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপ!''
ওস্তাদ — মহাশয়, কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?
শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তিই সার, ঈশ্বর তো সর্বভূতে আছেন; তবে ভক্ত কাকে বলি? যার মন সর্বদা ঈশ্বরেতে আছে। আর অহংকার অভিমান থাকলে হয় না। 'আমি'রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। আমি যন্ত্র।
(কেদারাদি ভক্তদের প্রতি) — ''সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে চলছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ক্ষোভ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে শিশুদের খাবার তৈরি হচ্ছে। বন্ধ পড়াশোনাও। ক্ষোভে ফুসছে অভিভাবক থেকে শুরু করে গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা। বারে বারে প্রশাসনকে জানিয়েও হাল ফেরেনি আইসিডিএস কেন্দ্রের। এমনই বেহাল আইসিডিএস কেন্দ্রের ছবি আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের ভাদুর পঞ্চায়েতের ভাদুর গ্রামের ১৭৯ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারের। পুকুর পাড়ে বাঁশের চালা করে মাথায় ত্রিপল দিয়ে চলছে আইসিডিএস সেন্টার। গ্রামের মানুষের দাবি এই বিষয়ে কোনও হুঁশ নেই স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের। তাঁরা নাকি জানেই না ওই আইসিডিএস সেন্টারের বেহাল অবস্থা। অথচ আইসিডিএস সেন্টার চালুর প্রথম দিন থেকেই জমি জটের কারনে কোনও শ্রেনিকক্ষ নেই। প্রথম প্রথম গ্রামের মানুষের কারুর বাড়িতে, গোয়াল ঘরে, গাছের তলায় হত। কিন্তু গ্রামের মানুষ জায়গা না দেওয়ায় এখন নিরুপায় হয়ে পুকুর পাড়ে অন্য পাড়ার গিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেন্টার চলছে। নেই রান্নার চালা, ত্রিপলের ছাউনি ঘেরা, পুকুরের পাড়ে চলছে কোনও রকমে চলে রান্নাবান্নার কাজ। বেহাল পরিস্থির কথা প্রশাসনকে জানিয়েও হয়নি কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। আগে প্রতিনিয়ত এই আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে ২০ থেকে ৩০ জন শিশু ও গর্ভবতী মায়ের খাবার তৈরি হত। আতঙ্কে ওই পাড়ার অভিভাবকেরা অন্য পাড়ার পুকুর পাড়ে শিশুরে পাঠান না। হাতে গোনা দুই থেকে তিন জন শিশু আসে পঠন পাঠনের জন্য। শিশুদের পড়াশোনা ওই গ্রামে একেবারে বন্ধ বলা যায়।

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা। সকলেই বলছেন একাধিকবার প্রশাসনের কর্তাদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। বর্তমানে গ্রামের এক ব্যক্তি জমি দান করবেন বলেছেন। কিন্তু প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাবে আইসিডিস সেন্টার তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সনজিৎ পাখিরা বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ওই আইসিডিএস সেন্টারটি তৈরি করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এখন দেখার শিশুদের পঠন পাঠনের স্বার্থে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।'

শ্রীরামপুরে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে সহ-শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: কথায় কথায় পুলিশ ডাকেন প্রধান শিক্ষিকা! তাতেই ক্ষোভের আবহ গোটা স্কুলে। প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্কুলের সহ-শিক্ষিকারা। সামিল পড়ুয়ারাও। তপ্ত শ্রীরামপুর রমেশ চন্দ্র গার্লস হাইস্কুল। প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে চলল স্লোগান। বন্ধ পঠনপাঠন। অন্যদিকে প্রধান শিক্ষিকা লোপামুদ্রা সাঁতরার অভিযোগ, তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, স্কুলের কম্পিউটার অপারেটর তার কাজে লাগাতার ভুল করেন। তাঁকে কিছু বলতে গেলে অশিক্ষক কর্মচারীরা এবং স্কুলের সহ শিক্ষিকাদের একাংশ তার বিরুদ্ধে কথা বলেন। ঝামেলার মধ্যেই এই ইস্যুতেই সোমবার স্কুলে একটি বৈঠকও বসে। অভিযোগ, স্কুলের এক ক্লার্ক তাঁকে সেই মিটিংয়ে হেনস্থা করেন। আর তখনই পুলিশ ডাকেন তিনি। তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফেটে পড়ে গোটা স্কুল। প্রতিবাদে এদিন স্কুলে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় স্কুলের কর্মচারী থেকে শিক্ষিকারা। যোগ দেয় পড়ুয়ারা। বন্ধ হয়ে যায় পড়াশোনা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে স্কুলে ছুটে আসেন অনেক অভিভাবকও। বিক্ষোভকারী শিক্ষিকাদের সঙ্গে তাঁদের আবার বচসাও শুরু হয়। তাঁদের দাবি, প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে সহ-শিক্ষিকাদের দ্বন্দ্বে দ্বর ফলে আসলে ক্ষতি হচ্ছে পড়ুয়াদের। যদিও প্রধান শিক্ষিকা আবার স্কুলের নানা অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। বলছেন, স্কুলে নানারকম দুর্নীতি হয়। মিড ডে মিলের ক্ষেত্রেও নানা অন্যায় কাজ হয়। সেগুলো নিয়ে কথা বললেই তিনি অন্যদের কাছে খারাপ হয়ে যান। কিন্তু, তিনি চান স্কুলের সামগ্রিক পরিকাঠামো ঠিক থাকুক। পড়ুয়ারা ভালো করে পড়াশোনা করুক। অন্যদিকে ক্ষোভে উগরে দিচ্ছেন স্কুলের সহ শিক্ষিকারা। সহ শিক্ষিকা নবনীতা দাস বলেন, কিছু হলেই তিনি স্কুলে পুলিশ ডাকেন। এই অবস্থার মধ্যে স্কুলে কোনওভাবেই পড়ানো যায় না। তাই এর একটা বিহিত চাই। অন্যদিকে যে ক্লার্কের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে সেই সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'যখন তখন শ্লীলতাহানির অভিযোগ করে ফাঁসিয়ে দেবেন বলে হুমকি দেন প্রধান শিক্ষিকা। দুর্নীতির অভিযোগ যেটা করছেন তা ভিত্তিহীন। আমরা এই সামগ্রিক বিষয় নিয়েই প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু চুঁচুড়ার ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: দুর্ঘটনার পর একের পর এক হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। চিকিৎসকদের কর্মবিরতির কারণেই মৃত্যু বলে দাবি পরিবারের। মৃতের পরিবারে এমনই একটি বিবৃতি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করল তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ভিডিয়োতে বলা হচ্ছে, দুর্ঘটনার পর প্রথমে পুলিশ সদানন্দ পালকে উদ্ধার করে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে সেখান থেকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চুঁচুড়া থেকে কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করা হলেও পরিবারের দাবি কল্যাণীর হাসপাতালে গিয়েও ভর্তি করাতে পারেননি। এরপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান তাঁরা। পরিবারের দাবি, সেখানে চিকিৎসক না থাকার কারণে ভর্তি করাতে পারেননি। চিকিৎসকদের কর্মবিরতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৮ অগস্ট হরিপাল থানার নালিকুল সিনেমাতলা এলাকায় সদানন্দ পাল (৬৩) নামে এক ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা মারে এক বাইক আরোহী। মাথায় চোট পান সদানন্দ পাল। গত ২৯ অগস্ট বারাসাতের বেঙ্গল নিউরো হাসপাতালে মৃত্যু হয় সদানন্দ পালের। মৃত সদানন্দ পালের পুত্র সৌমেন পাল বলেন, 'গত ১৮ সেপ্টেম্বর বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয় বাবা। সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও নিউরো সার্জারি না হওয়ার কারণে ভর্তি নেওয়া হয়নি। এরপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও সেদিন নিউরো সার্জারি না হওয়ার কারণে ভর্তি করা যায়নি। ততক্ষণে বাবার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। অ্যাম্বুল্যান্স চালকের কথায় বারাসাত বেঙ্গল নিউরো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওখানে অপারেশন করার পর ১১ দিন ধরে আইসিইউ-তে ভর্তি রাখা হয়। প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায় এবং গত ২৯ আগস্ট বাবার মৃত্যু হয়।'

আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে ৯ সেপ্টেম্বর একমাস পূর্তিতে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে ডিওয়াইএফআই এসএফআই নাগরিক সমিতি মহিলা সমিতি ও সিটুর যৌথ উদ্যোগে রাতে ১০ মিনিটের প্রতীকি অবরোধ মশাল হাতে। ছবি বনস্পতি দে

অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার লোকশিল্পী সম্মেলন। মধুসূদন মঞ্চে ৩০০ জন বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পী নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল লোকশিল্প সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। সারা বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিল্পীরা নানা প্রকল্পের ওপরে যে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন, সেগুলোই মঞ্চে পরিবেশিত হয়। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পগুলো জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	মেসার্স হালদার এন্টারপ্রাইজ **(ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী শ্রী সুরজ হালদার,** পিতা শ্রী জীতেন হালদার, ২নং কাপাশডাঙ্গা নিউ জিএস কলোনি, ব্যান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩, **শ্রী সুরজ হালদার,** পিতা শ্রী জীতেন হালদার, **স্বত্বাধিকারী মেসার্স হালদার এন্টারপ্রাইজ,** ২নং কাপাশডাঙ্গা নিউ জিএস কলোনি, ব্যান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩, **শ্রী শৈলেন চন্দ্র দাস,** পিতা শ্রী মহানন্দ দাস **(জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ৩ নং গেট অ্যায়মা কলোনি, পো এবং জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩। **শাখা : ব্যান্ডেল বাজার।**	২৫.০৬.২০২৪ এবং ১০.০৯.২০২৪	**১২৭৯৫০৫ টাকা** (বারো লাখ উনআশি হাজার পাঁচশ পাঁচ টাকা) **২৫.০৬.২০২৪** অনুযায়ী এবং **২৬.০৬.২০২৪** থেকে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কুলিহান্ডা, জেএল নং ১৮, এলআর দাগ নং ১০০০, এলআর খতিয়ান নং ৭৮০১, আরএস দাগ নং ৪৩৮, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, হোল্ডিং নং ৩৫৪/২১৫, মহল্লা-কারবালা, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি , বিক্রয় দলিল নং ৪২৩০-১৯৯২ সালের তারিখ ০৯.০৬.১৯৯২ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুমে নং ৪৯, পৃষ্ঠা ৪২৯ থেকে ৪৩৪, এডিএসআর হুগলি, শ্রী শৈলেন চন্দ্র দাসের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** দিলীপ দত্তর সম্পত্তি, **দক্ষিণে** : শরৎ হালদারের সম্পত্তি, **পূর্বে :** মানিক চন্দ্র রায় এবং সুজয় রায়ের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** মনোরঞ্জন দেবনাথের সম্পত্তি।

তারিখ : ১০.০৯.২০২৪, স্থান : কুলীহান্ডা — স্বা/ -অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৭.০৯.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৭৯,১১,৩৬৯.০০ টাকা (এক কোটি উনআশি লাখ এগার হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা) ০৪.০১.২০১৭** পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতি অমি দোশী ঠিকানা -** ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **১,৫৯,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১৫,৯০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি অবস্থিত মৌজা : জগন্নাথপুর, সোনারপুর, জমির এরিয়া ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৮৭৬, আরএস দাগ নং ৩০৭, জেএল নং ৫১, আরএস ৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশন পল্লি রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০১৫০,উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬৯৫- ২০০৭ সালের তারিখ ১৫.০৩.২০০৭, স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি অমি দোশী এবং শ্রী নীলেশ দোশী।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩০৭, পূর্বে : প্লট দাগ নং ৩০৭, পশ্চিমে : আনসার আলি শেখ এর প্লট।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৯.২০২৪	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল** ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক যা ''বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড'' ইংরাজি এবং ''একদিন'' বাংলা ১৬.০৩.২০২৪ সংস্করণে প্রকাশিথ নিম্নোক্তদের কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩(৪) ধারা অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্র নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শ্রী মহম্মদ ওয়াজিত এবং ইফফাত পারভিন ঠিকানা :** ১) ৩৬ পিলখানা থার্ড লেন এসি মার্কেট, হাওড়া : ৭১১১০১। ২) ৩/২০, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি, কলকাতা :৭০০০১১ এবং ৩) পূর্তি ফ্লাওয়ারস ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক -লোবেলিয়া, ৯মতল, হোল্ডিং নং এইচ৪/৬৯, নিউ স্ট্রিট নাম বি বি টি রোড, চকমিরা জলকল, থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১। খ) অ্যাকাউন্ট নং : **৩৭৩৪৮৮৫৮৯১৫ এবং ৪০৭৭১১০৭১৮৬।**	স্বত্বাধিকারী : মহম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফফাত পারভিন,নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ১১৩১৭৫ থেকে ১১৩২২৯, দলিল নং ১৬০৭০৩৫৪৯-২০১৮ সালের, এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ইউনিট নং লোবেলিয়া ৮এফ, টাইপ সমমানের মোট বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯১.৫ বর্গফুট কমবেশি (মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩২২বর্গফুট) নবম তলে, ব্লক লোবেলিয়া-বিল্ডিং কমপ্লেক্সে এবং ১ মাঝারি মাপের মোটর কার পার্কিংয়ের জন্য পার্কিং অধিকার ৫০ বর্গফুট মাপের সহ কমবেশি একতলায় প্রেমিসেস এরিয়া ১৩ বিঘা ৫ কাঠা ৬ ছটাক ২৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং এইচ৪-৬৯/নিউ স্ট্রিট নাম বি বি টি রোড, দাগ নং ৪৪৯/৭১৪, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৫৪, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৩৪৬, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৩৯৫/৮০৫, নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ৩১৬, ১৭০, ৪৬৩, ৪৭৮, ২৮৯, ৪০৯, ৪৫৮, ১৯৬, ৩১৬, ৪৭৮ এবং পূর্বতন এলআর খতিয়ান নং ১১৭৫, ১১৭৭, এবং চলতি এলআর খতিয়ান নং ১৯৪৩, জেএল নং ৮, মৌজা : চকমিরা, পরগনা বালিয়া, ওয়ার্ড নং ১৭, মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা : মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৪, দক্ষিণে : বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পূর্বে : আরএস দাগ নং ৩৮৭, ৩৯১, ৩৯২, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬৫, ৩৯৩, ৩৮৬, ৩৮৫, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৪৪১, ৪৪৫, ৪৪৬।	ক. ০৯.০৯.২০২৪ খ. ১১.০৩.২০২৪ গ. ৪৫,২১,৮৪৪.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ একুশ হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা ০৮.০৩.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৯.০৯.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই-এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ২০.০৯.২০২৪ তারিখে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে সকাল ১০:৩০টায় বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম পরিচালনা করবে। ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, ২য় তল, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, যশোর রোড বারাসত,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৪।
এই সকল সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ।
বারাসত শাখা : AP00393511,AP00448424,AP00478739,AP00504143,AP00512212,AP00559012,AP00560154,AP00565175,AP00566015,AP00567923, AP00587263,AP00588613,AP00615628,AP00653187

ডালহৌসি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২০.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, ডালহৌসি, স্টিফেন হাউজ, প্রথম তল, ৬ ই আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -তে।
ডালহৌসি শাখা : AP00371231,AP00447815,AP00501854,AP00588496

দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২০.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেডে। শাখা ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
দুর্গাপুর শাখা : AP00352731,AP00458240,AP00467446,AP00513500,AP00519900,AP00520182,AP00531300,AP00577502,AP00599358, AP00613017

গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২০.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেডে। শাখা ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, বার্নিং ঘাটের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৮৪।
গড়িয়া শাখা : AP00352511,AP00371308,AP00579114,AP00584967,AP00605466,AP00608170,AP00612819,AP00616135

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) সালের অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাব রুল ৫ এবং ৬ সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (লাখ টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : মৃন্ময়ী মেডিকা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : শুভ্র চন্দ্র/কাবেরী মুখার্জি/কুনাল মুখার্জি, ঠিকানা :** ২৩, ইটালগাছা রোড, স্কাইলার্ক অ্যাপার্টমেন্ট, রুম নং এন২, একতলা, কলকাতা : ৭০০০২৮।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ২, দক্ষিণ দিকে একতলায় জি-৪ তলা ''স্কাইলার্ক অ্যাপার্টমেন্ট'' ভবনে অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৩/১এ, ইটালগাছা বস্তি রোড, পো এবং থানা : দমদম, কলকাতা : ৭০০০২৮।	**৬২,৫৭,২৪০.৯৪ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	১১.০৯.২০০৯ এবং ০৫.০৫.২০১০ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**১৭,৮০,০০০ টাকা এবং ১,৭৮,০০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : গণেশ বোর্ড মিল ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : প্রীতিশ দাস/পিয়ালী দাস/সুমনা দাস, ঠিকানা :** ১ নং আর এন মুখার্জি রোড, মার্টিন বার্ন হাউস, ৫মতল, রুম নং ৫৩, কলকাতা : ৭০০০০১।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্যাক্টরি জমি পরিমাণ ৯১ ডেসিমেল ১৮০০০ বর্গফুট ফ্যাক্টরি শেড সহ শ্রী প্রীতিশ দাসের নামে অবস্থিত ,নতুনগঞ্জ,আরএস দাগনং ১২,এলআর দাগ নং ১৩ এবং ১৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৬, এলআর খতিয়ান নং ৭১৮,মৌজা : প্রসাদপুর, জেএল নং ২৪, আকনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পোলবা-দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতি, থানা : পোলবা,জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১৪৮।	**২,৭৫,৬১,৪৮৮.৫৩ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	০৩.০৪.২০১৮ এবং ০৪.০৯.২০১৮ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**১,৩১,৮৫,০০০ টাকা এবং ১৩,১৮,৫০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : অসীম গণ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : অসীম গণ/সর্বাণী গণ/অরুণ কুমার গণ, ঠিকানা :** আনন্দপুরী, ব্লক বি, বারাসত, কলকাতা : ৭০০১২৪।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৫মতলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে,হোল্ডিং নং ৮৮, আর এন এভিনিউ, পো : পানশিলা, থানা : খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পব, ৭০০১১২, শ্রী অসীম গণের নামে।	**৯,৩০,৮৬৫.২৫ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	২৬.১২.২০০৭ এবং ১৮.০৭.২০০৮ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**১৭,১০,০০০ টাকা এবং ১,৭১,০০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : এইচ এম ট্রেডার্স ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : মহ এখালেক/মহ সেলিম/মহ ইকবাল/মহ কলিম/শাকিল আহমেদ আনসারি, ঠিকানা :** এইচ-৮৬ পাহাড়পুর রোড, কলকাতা : ৭০০০২৪।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি সম্পত্তি পরিমাণ ০৪ কাঠা ০৯ ছটাক অবস্থিত এইচ/৮৫/সি/১, পাহাড়পুর রোড,তৌজি নং ১০৬৮, খতিয়ান নং ১৪৯, প্লট নং ২৪১, ২৪২ এবং ২৪৪, কলকাতা : ৭০০০২৪।	**১১,৪২,৬১৪.৯১ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	০৩.১১.২০০৯ এবং ৩১.০১.২০১১ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**৫২,০০,০০০ টাকা এবং ৫,২০,০০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স বোসনেট ইনফোটেক প্রা লি., ঠিকানা :** ২৬-এইচ/১০, রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা : ৭০০০১০।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেসনং ১/ ২ই/১, রামকৃষ্ণ নস্কর লেন, পো এবং থানা : বেলিয়াঘাটা, কলকাতা : ৭০০০১০ (ফ্ল্যাটর সমুদয় ৩য়তল এবং ১ গ্যারেজে এবং একতলায় দক্ষিণ দিকে ১বেড রুম এবং এক বারান্দা সহ)।	**৫,৬৬,৬৩,৯৯৭.১০ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	০৭.০২.২০১৪ এবং ২৩.১২.২০১৪ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**৬০,১৫,০০০ টাকা এবং ৬,০১,৫০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স বোসনেট ইনফোটেক প্রা লি., ঠিকানা :** ২৬-এইচ/১০, রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা : ৭০০০১০।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ম্যাজেনাইন ফ্লোর, সমুদয় ৩য়তল এবং অংশত ৩ তলা ভবনের ৪র্থতলের অংশ এবং অংশত ৪ তলা ভবন, প্রেমিসেস নং ২৬-এইচ/১০, রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা : ৭০০০১০।	**৫,৬৬,৬৩,৯৯৭.১০ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	০৭.০২.২০১৪ এবং ২৩.১২.২০১৪ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**৭৬,০০,০০০ টাকা এবং ৭,৬০,০০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স বোসনেট ইনফোটেক প্রা লি., ঠিকানা :** ২৬-এইচ/১০, রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা : ৭০০০১০।-	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পিছনের অংশে একতলায় অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৬-এইচ/১০, রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন, পো এবং থানা :বেলিয়াঘাটা, কলকাতা : ৭০০০১০।	**৫,৬৬,৬৩,৯৯৭.১০ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	০৭.০২.২০১৪ এবং ২৩.১২.২০১৪ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**২৬,৪০,০০০ টাকা এবং ২,৬৪,০০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স কানপুর লেদার হাউস প্রা. লি., ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : ইরশাদুল হক খুরসাইদি, ঠিকানা :** ১০, গভ.প্লেস ইস্ট, কলকাতা : ৭০০০৬৯।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৩বি, ললিত মিত্র লেন, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২,পো : শ্যামবাজার, থানা : উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা : ৭০০০০৪	**১২,১৪,২৬,৯৩২.৩০ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	১৮.১১.২০১০ এবং ২৫.০১.২০১১ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**১,১৮,৮৫,০০০ টাকা এবং ১১,৮৮,৫০০ টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স কন্টিনেন্টাল মাইনিং এজেন্সি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : বরুণ কুমার ঘোষ, ঠিকানা :** ৮১, মেটকাফে স্ট্রিট,কলকাতা : ৭০০০১৩।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দক্ষিণ অংশে ফ্ল্যাট, একতলায়, প্রেমিসেস নং ৭০, এস পি মুখার্জি রোড, পো : কালীঘাট, থানা : ভবানীপুর, কলকাতা : ৭০০০২৬।	**১,২৪,০৭,২৮০.৪৬ টাকা** ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর মতে	০৯.০৯.২০০৯ এবং ০৫.০৫.২০১০ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**২৬,৮৮,০০০ টাকা এবং ২,৬৮,৮০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**'' **প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://ebkray.in -এর মাধ্যমে হবে।**
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ৩০.০৯.২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা তাদের দর ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) গুণিতকে বাড়াতে পারেন। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ২৩.০৯.২০২৪ এবং ২৪.০৯.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্তদেখতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://ebkray.in -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২৩১-৪০৯৪/০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, শ্রী শচীন কুমার (+৯১ ৯০৭৩৬০৫৩৩৩) অথবা শ্রী দিব্যেন্দু রায় (+৯১ ৮২১০৪৮৩১৬৪) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ ''**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**'', ''**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**'' **এবং** ''**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে**'' বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। **অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।**
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২৯.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টের মধ্যে।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।**
(৯) **দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের ৩০তম দিনে বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।**
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য পনের দিনের নোটিশ।
(১৪) নিয়ম এবং শর্তাদি এবং প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দেখুন https://www.bankofindia.co.in

তারিখ: ১১.০৯.২০২৪
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিডিও অফিসেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন জনপ্রতিনিধিরা, ডেপুটেশন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খোদ প্রশাসনিক ভবনেই নিরাপত্তার অভাববোধ করছে বিরোধীরা। বাংলায় গণতন্ত্র বিপন্ন বলে অভিযোগ বিজেপির। নিরাপত্তার দাবি সহ একাধিক দাবি নিয়ে আরামবাগ মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দিলেন খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সদস্যরা সহ খানাকুল ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। মঙ্গলবার সকালে বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে এদিন তারা একটি ডেপুটেশন দেয়। বিজেপির অভিযোগ, বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানসহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন কাজ নিয়ে খানাকুল ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে গেলেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সেখানে কিছু শাসকদলের নেতা এবং দুর্বৃত্ত সহ শাসক দলের নেতাদের মদত পুষ্ট হয়ে ব্লক চত্বরে প্রায় প্রতিদিনই উপস্থিত থেকে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের হুমকি ধমক এবং প্রতিনিয়ত উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা নিয়ে বিডিওকে বিষয়টি অবগত করা হলেও সেইভাবে সুরাহা মেলেনি বলে বিজেপির দাবি। সমস্ত বিষয়গুলো নজরে আনার জন্য এদিন খানাকুল ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক অফিসের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুরক্ষিত যাতে থাকে এবং বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যরা সঠিকভাবে সাধারণ মানুষকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করতে পারে সেই বিষয়ে মহকুমার শাসককে জানান বিজেপির জন প্রতিনিধিরা। সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে জনগণের স্বার্থে ও এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাবেন বলেও তারা জানিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা , নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা** (এগার লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) ৩০.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ, অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং তন্ময় মন্ডল-এর** কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা (যোগাযোগ নং - ৬২৯০৯ ৭৩০২০)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর রাম চন্দ্রপুর, পরগনা বালিয়া, জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১৯, তৌজি নং ৩৯৯/৪০০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৩,দাগ নং ৫৫৩,হোল্ডিং নং ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, ওয়ার্ড নং ২, পূজালী পুরসভা, থানা : বজবজ, জেলা:দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৮৯০, তারিখ : ২১.০৩.২০০৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৩৪, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮- ২০০৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ , সম্পত্তি শ্রীমতি নমিতা মন্ডল , স্বামী দিলীপ মন্ডলের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দীনেশ পারুই, দক্ষিণে : পরেশ পারুই এবং সুখেন পারুই, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : সুখেন পারুই। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা (এগার লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) টাকা ৩০.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৮,৬০,০০০.০০ টাকা (*) (আঠার লাখ ষাট হাজার টাকা) খ) ১,৮৬,০০০.০০ টাকা (এক লাখ ছিয়াশি হাজার টাকা) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50422143812 ঙ) অনুমোদিত অফিসারে জ্ঞান এবং তথ্যমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৯.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ (যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২২০২২০" -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ১০.০৯.২০২৪
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা
৩৫ ও ৩৬, কৃষ্ণ নাথ রোড
পিলখানা রোড, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর, কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে বকেয়া **৮৩,৪৯,২৮৫.০০ টাকা** (তিরাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো পঁচাশি টাকা মাত্র) [বুক ব্যালেন্স + এমওআই + এমওএক্স = ৪৩,৭৯,৬১৯.০০ টাকা + ৩৮,১৭,৯৯৪.০০ টাকা + ১,৫১,৬৭১.৩০ টাকা] **১০.০৯.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স এইচ.এম. হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী- জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ.এম. হার্ডওয়্যার স্বত্বাধিকারী: জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **২. ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার তথা বন্ধকদাতা: স্বত্বাধিকারী: জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **৩. জামিনদার- সফিউর রহমান,** পিতা- মরহুম হাজী এহসান গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **৪. জামিনদার তথা বন্ধকদাতা: জনাব ইকবাল হোসেন,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ **খ) বহরমপুর, কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা**	মহালান্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীনে, পোস্ট- জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন- ৭৪২১৩৬, গ্রাম- উদয়চাঁদপুরে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার খতিয়ান- আরএস ২৮৬, এলআর ৩৬২৩, প্লট এলআর-৯৩৪, শ্রেণী- বাড়ি, এলাকা- ৫.৫০ ডেসিমেল। টাইটেল ডিড - আই-১৩০ তারিখ- ২৯.০৯.২০১০, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি জনাব হাসানুজ্জামান সেখের নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মাটির রাস্তা, দক্ষিণ- ভুজু সেখের সম্পত্তি, পূর্ব- সফিউর রহমানের জমি, পশ্চিম- পিডব্লিউডি, গোডাউন ও রোড দ্বারা।	**৮৩,৪৯,২৮৫.০০ টাকা** (তিরাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো পঁচাশি টাকা মাত্র) [বুক ব্যালেন্স + এমওআই + এমওএক্স = ৪৩,৭৯,৬১৯.০০ টাকা + ৩৮,১৭,৯৯৪.০০ টাকা + ১,৫১,৬৭১.৩০ টাকা] **১০.০৯.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ৩৪,২৫,০০০.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৫০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB300416607831** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ৩০.০৯.২০২৪; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.ebkray@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** সঙ্গে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১০.০৯.২০২৪
স্থান : কে.এন. রোড, বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India — আন্ধ্রা Andhra — কর্পোরেশন Corporation

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **২৬.০৯.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা।**
বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৬.০৯.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৫.০৯.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার ই-বিক্রয় ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ	মোট বকেয়া ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ভি.এন. মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ** **শাখা- রহমানিয়া হাই স্কুল** **সম্পত্তি: শ্রী অপরেশ ঘোষ** পিতা- সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং-৩০১১, আরএস খতিয়ান নং-৪, জেএল নং-২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ধর্মপল্লী, ধর্মপল্লী ফুটবল মাঠের কাছে। **সীমানা:** উত্তর- ১৬' চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- প্রিয়রঞ্জন মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্ব- ৫' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- অমরেশ ঘোষের অংশ দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: রাকেশ গুপ্তা: ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	ক) ৫১,৭৩,০০০/- টাকা খ) ৫,১৭,৩০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	৪৩,১৫,০৮৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ পনেরো হাজার সাতাশি টাকা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** ১. মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীর দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীরের দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	ক) ১৮,৬৩,০০০/- টাকা খ) ১,৮৬,৩০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	২০,৩৬,৫১৩.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত তেরো টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬,১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। **সুজন সমাদ্দারের নামে, জমির সীমানা:** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা**- উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- উদয় পান্ডে - ৯৬৪৩৯ ৯৪৩৫৫ / ৯৩৫৪৫ ২৫৩৩৫**	ক) ১৬,০৭,০০০/- টাকা খ) ১,৬০,৭০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	২২,৮৯,৭৬৪.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত চৌষট্টি টাকা মাত্র)
৪.	**ঋণগ্রহীতা: নূর আলী** **শাখা- রামপুরহাট শাখা** **সম্পত্তি:** মৌজা করিমপুর, জেএল নং-৫২, থানা- নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৬২, আরএস এবং এলআর প্লট নং- ৩৬৫, জেলা- বীরভূমে অবস্থিত **জনাব নূর আলী রেজা মালিকানাধীন** পিতা- মোঃ আলীর একতলা বাণিজ্যিক গোডাউন ভবন (অসম্পূর্ণ) সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর পরিমাপ ০৭ ডেসিমেল (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মোঃ হাদ্দোপ আলীর বাড়ি, দক্ষিণ- নজরুল আলীর বাড়ি, পূর্ব- এনএইচ ৩৪, পশ্চিম- মারুতি স্টোরের খালি জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা- ৯১২৩০৬৬৯০৪**	ক) ২৬,৩৭,০০০/- টাকা খ) ২,৬৩,৭০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	১০,০৮,১৫৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ আট হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)
৫.	**ঋণগ্রহীতা : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং - ৭২১, এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বিল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শিও শংকর ওরাওঁ : ৯৬৪৮৪ ৯০৬০৪**	ক) ৪১,৬৬,০০০/- টাকা খ) ৪,১৬,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	১০,০৬,২৩৯.০০ টাকা (দশ লক্ষ ছয় হাজার দুইশত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)
৬.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমসিএম অ্যাগ্রো,** **শাখা: পুরুলিয়া** **সম্পত্তি:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং,আর এস প্লট নং ৮৮৮ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬, জেএল নং ২৮৯/৪, মৌজা- দুলমি, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০২ -তে অবস্থিত, প্রায় ৩.৬১ দশমিক পরিমাপ এবং **পরিবেষ্টিত :** উত্তরে : অশোক মাহাতোর সম্পত্তি, দক্ষিণে : দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যের সম্পত্তি, এবং পশ্চিমে : ৮' প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	ক) ৫০,৮৮,০০০/- টাকা খ) ৫,০৮,৮০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	১,০১,৯১,৮৯৯.০০ টাকা (এক কোটি এক লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা মাত্র)
৭.	**ঋণগ্রহীতা: তারকেশ্বর এন্টারপ্রাইজ** **শাখা: বহরমপুর মেইন** **সম্পত্তি:** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে **শ্রী অঞ্জন কুমার হালদার** পিতা- অমর নাথ হালদার এর মালিকানাধীন জমি এবং দ্বিতল আবাসিক ভবন যা মৌজা - গড় বহরমপুর এ অবস্থিত এবং বহরমপুর পৌরসভার অধীনে, জে এল নং ৯১। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত -** উত্তর - শ্রীমতী মহেশ্বেতা হালদার (ইতিমধ্যে বন্ধকীকৃত) এর বাড়ি, দক্ষিণ- জয়ন্ত চৌধুরীর বাড়ি, পূর্ব- পিনাকী ভট্টাচার্যের বাড়ি, পশ্চিম- জয়ন্ত মৈত্রের বাড়ি (পুরানো সর্দার হাসপাতালের কাছে)। **যোগাযোগের ব্যক্তি: কায়সার আলী হাশমি - ৭৮৮০৮ ৯১৭৫৩**	ক) ২৪,১৮,০০০/- টাকা খ) ২,৪১,৮০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	৩৮,৫৮,৩৬৪.৩০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র)
৮.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **শাখা- বর্ধমান প্রধান শাখা** **সম্পত্তি :** এলআর প্লট নং- ১৭২৬, এলআর খতিয়ান নং- ১৩২, ২১২৯, জেএল নং- ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং- ৯৫৭ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে **তাপস চৌধুরীর নামে** একতলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, বাস্তু শ্রেণীবদ্ধ হিসেবে, স্ব-অধিকৃত, **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- তপন চৌধুরী,, দক্ষিণ- গণেশ দে, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম- আজিলকুমার চৌধুরী, দলিল নং আই-১৩২০ তারিখ- ১৪.০৩.২০০৮।	ক) ১৪,৫০,০০০/- টাকা খ) ১,৪৫,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	৫,৬৮,৯২,৯৫২.০০ টাকা (পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত বাহান্ন টাকা মাত্র)
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এলআর, প্লট নম্বর ১৭২৭, এলআর খতিয়ান নম্বর- ১০৬,২১২৯,২১৫৯ জেএল নম্বর ১৩৬, থানা-বর্ধমান, জেলা, পূর্ব বর্ধমান, হাট গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে **তাপস চৌধুরী এবং রেখা চৌধুরীর নামে** খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণ- তপন চৌধুরী সিংহ, পূর্ব- আরতি রানী, পশ্চিম- ভেস্টেড জমি, ডিড নং আই-১৩১৭ এবং ১৩৫৮ তারিখ-০৭.০৪.২০০৮।	ক) ১০,৫৩,০০০/- টাকা খ) ১,০৫,৩০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থানা অধীনে এলআর প্লট নং ১৪৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, জেএল নং ১৩৬-এ **তাপস চৌধুরী এবং অপূর্ব কুমার চৌধুরীর নামে** দ্বিতল ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। জমি- ২২.০০ লক্ষ বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ১১ ডেসিমেল। বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজের দখলে। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রীকুমার কুন্ডু, দক্ষিণ- পঞ্চানন চৌধুরী, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম-পঞ্চানন চৌধুরী। ডিড নং আই-৪৯৪১/২০২২, আই-৪৯৪২/২০২২, আই-১৫১৮ তারিখ- ১১.০৪.২০০৮।	ক) ২৯,৪৬,০০০/- টাকা খ) ২,৯৪,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	
	রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে এলআর প্লট নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯,২১৩২,২১৩৭,২১৩৪,২১৩৮ জেএল নং ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,যার থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান। হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ৯৫ ডেসিমেল, নিজের দখলে থাকা গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- গোবিন্দ বড়াল ও অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ- দত্ত ও অন্যান্যদের জমি,পূর্ব- মোদক ও ঘোষালের জমি, পশ্চিম- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫ ৮৯৯৩০**	ক) ২,৫৬,৬১,০০০/- টাকা খ) ২৫,৬৬,১০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	
৯.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ** **শাখা- বর্ধমান মেইন (৪১৫৪০)** **সম্পত্তি:** এলআর প্লট নং-১৪১,১৪২, এলআর খতিয়ান নং- ২১২৯, ২১৫৯, ২১৩৭, ২১৩৮,২১৩২,৬০৩/১১০৬, জেএল নং- ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুরে **কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ এর নামে** বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ১১০ ডেসিমেল গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজস্ব দখলে, ডিড নং আই-২৭০৮, তারিখ- ০২.০৭.২০১৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সামন্তের জমি, দক্ষিণ- রামগোপাল প্রামাণিক, পূর্ব- মৃত্যুঞ্জয় পাঞ্জা, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫ ৮৯৯৩০**	ক) ৩,৬৫,৮৭,০০০/- টাকা খ) ৩৬,৫৮,৭০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	৫,০২,০৫,২৭৩.০০ টাকা (পাঁচ কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)
১০.	**ঋণগ্রহীতা : জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত **জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন** জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫,১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	ক) ৩৮,১১,০০০/- টাকা খ) ৩,৮১,১০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	১২,৬৮,৮১৩.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশত তেরো টাকা মাত্র)
১১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খতিয়ান নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খতিয়ান নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শিও শংকর ওরাওঁ : ৯৬৪৮৪ ৯০৬০৪**	ক) ৪,৫৪,০০০/- টাকা খ) ৪৫,৪০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	১০,০০,৭০৮.০০ টাকা (দশ লক্ষ সাতশত আট টাকা মাত্র)
১২.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ- সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম- সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	ক) ৫০,৫৬,০০০/- টাকা খ) ৫,০৫,৬০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	৫৮,৫৯,২১৮.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ উনষাট হাজার দুইশত আঠারো টাকা মাত্র)
১৩.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর **শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	ক) ৯,৯৪,০০০/- টাকা খ) ৯৯,৪০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	১৪,৮৭,৬৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)
১৪.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি-** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; ২. স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু: ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	ক) ২৯,৮২,০০০/- টাকা খ) ২,৯৮,২০০/- টাকা গ) ২৬.০৯.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ) ২৫.০৯.২০২৪	৪৮,৯৯,৯১০.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **২৫.০৯.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং এছাড়াও পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** -এ যান।
দরদাতাদের নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে দয়া করে **https://www.ebkray.in** দেখুন। নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্থাৎ **https://www.ebkray.in** যোগাযোগের মাধ্যমে, **হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -এ পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

তারিখ: ১০.০৯.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

খেলার মাঠ থেকেই 'শত্রু' পুলিশ বন্ধু হওয়ার ডাক দিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সহ্যের যেন বাঁধ ভেঙে গেছে। ভরসা উঠে গেছে। যে পুলিশ 'বন্ধু' ছিল, সেই পুলিশই সমাজের শত্রু। যে খেলা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানে কণ্ঠ এক করে দিয়েছে, সেই খেলার মাঠই প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে পুলিশের। অসৎ, দুর্নীতিপরায়ন, ঘুষখোর, চটিচাটা, দলদাস, তোলাবাজ, নির্লজ্জ, বেহায়া, অসভ্য তকমা সেঁটে যাওয়া পুলিশ এখন নির্যাতিতার পরিবার বিচার না পাওয়ায় নিশানায়। তাই খেলার মাঠের স্পোর্টিং স্পিরিট মুহূর্তে উবে যাচ্ছে পুলিশ দেখলেই। যে পুলিশ পাহারাদার, সেও শত্রু। আবার যে পুলিশ দলের হয়ে খেলছে, সেও শত্রু। গ্যালারি থেকে উড়ে আসবে অশ্লীল সব শব্দ। বাড়ছে বিদ্বেষ।

কী দোষ মাঠে খেলতে আসা কলকাতা পুলিশের কর্মরত খেলোয়াড়দের? এক-দু'জনের জন্য গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টই কলুষিত। এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও খেলা চালিয়ে যাচ্ছে কলকাতা পুলিশ দল। অসহায় যেন পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। গোটা সমাজে কোনঠাসা, খেলার ফলাফলেও তাই। একেবারে লাস্টবয়। সব শেষ ম্যাচে মোহনবাগানকে হারিয়ে কিছুটা হলেও মনের বল পেয়েছে তারা লড়াইয়ের। মুখও খুলেছেন তারপর। অপকটে জানিয়েছেন, পুলিশ সমাজেরই অঙ্গ। কারোর বাবা-কারোর বন্ধু-কারোর আত্মীয়। তাঁদেরও সন্তান রয়েছে। পরিবার রয়েছে। তাঁরাও বিচার চান। সোমবার পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের ফুটবল সচিব সুব্রত ঘোষ জানান, সমাজের সমস্ত রাগের কেন্দ্রে তাঁরা। একটু কি সহানুভূতি কি পেতে পারেন না? পুলিশ আলাদা কেউ নন। প্রতিপক্ষও নয়।

এই ফুটবল কি একতা ফিরিয়ে দিতে পারে না! তাঁরা যে কাজের পাশাপাশি ফুটবলের মাধ্যমে সামাজিক কার্যকলাপে জুড়ে থাকতে চান। তারা চান মানুষ তাদের ওপর ভরসা করুক। খেলার মাধ্যমেই ফিরে আসুক হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস। তারাও যে চায় জাস্টিস।

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-QUOTATION
Memo. No. 1824/RM
Date – 10.09.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-11e/2024-25/SL1
Tender ID : 2024_MAD_747915_1
Name of the work: i) Annual Maintenance & repairing (as per need) of Air – Conditioning Systems within Municipal Office, Radha Rani Seva Sadan, UPHC – 1, UPHC – 2, Aheli, Totini, Baitarini under Ranaghat Municipality.Last Date of Submission of Bid : **27.09.2024**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Ranaghat Municipality

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.- 07/5th SFC (Untied /DGP/ 2024-25,/ Memo No-276/(8)/(En)/DGP/ 2024-25 Date-09-09-2024
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- **10/09/2024 from 17.30 Hrs.**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **10/09/2024 from 17.30 Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **10/09/2024 from 18.00 Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) & last date of submission of EMD (online)- **17/09/2024 upto 18.00 Hrs.**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **20/09/2024 at 10.00 Hrs.**
* Time and Date may differ depending on the available date and time slot in the server so do check the Individual Sheme for actual server time please.
For details, please visit website- http://wbtender.gov.in
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat,
Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.- 06/15th CFC (Tied /DEBGP/ 2023-24,/ 2nd Call Memo No-267/(En.)/6/DGP Date-06-09-2024
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- **07/09/2024 from 17.00 Hrs.**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **07/09/2024 from 17.00 Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **07/09/2024 from 18.00 Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) & last date of submission of EMD (online)- **14/09/2024 upto 18.00 Hrs.**
5) Bid downloading (Acknowledge) date & time for Technical bid (online)- **17/09/2024 at 10.00 Hrs.**
6) Technical Evaluation date and time (online)- **20-09-2024 at 10.00 Hrs.**
7) Financial Bid open date and time (online)- **24-09-2024 at 12.00 Hrs.**
* All time fixed as per online server time
For details, please visit website- http://wbtender.gov.in
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat,
Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.- 05/15th CFC (Tied) 1st Inst 2024-25) /DGP/ 2024-25, Re Tender/ 2nd Call Memo No-269/(8)/(En.)DGP/2024-25, Date-06-09-2024
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)-**10/09/2024 from 17.30 Hrs.**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **10/09/2024 from 17.30 Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **10/09/2024 from 18.00 Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) & last date of submission of EMD (online)- **17/09/2024 upto 18.00 Hrs.**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **20/09/2024 at 10.00 Hrs.**
* Time and Date may differ depending on the available date and time slot in the server so do check the Individual Sheme for actual server time please.
For details, please visit website- http://wbtender.gov.in
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat,
Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.- 04/15th CFC (Untied 1st Inst 2024-25) /DGP/ 2024-25, Re Tender/ 2nd Call Memo No-268/(8)/(En.)DGP/2024-25, Date-06-09-2024
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)-**10/09/2024 from 17.30 Hrs.**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **10/09/2024 from 17.30 Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **10/09/2024 from 18.00 Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) & last date of submission of EMD (online)- **17/09/2024 upto 18.00 Hrs.**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **20/09/2024 at 10.00 Hrs.**
* Time and Date may differ depending on the available date and time slot in the server so do check the Individual Sheme for actual server time please.
For details, please visit website- http://wbtender.gov.in
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat,
Murshidabd

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NIT NO - 41/ ADH_GP/ 2024-25_Date-09/09/2024 and Published date -10/09/2024 NOS Scheme - 05
Document download start date From **10.09.2024,** 9.00A.M (or as per Tender site). Bid submission start day on **10/09/2024** at 9.00 A.M (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **18/09/2024** upto 2.00 P.M (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **23/09/2024** (After 11.00 A.M) or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP.
Soma Das, Prodhan
Adhata Gram panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 38/PW/ Eng/24 Dt. 09.09.24
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/-
SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 44/PW/ Eng/24 Dt. 09.09.24
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/-
SE,
Asansol Municipal Corporation

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** Tender Notice No- **1109, Dt. 03/09/2024** for Different Civil Works under BMS Programme of this Municipality, Tender ID: **2024_MAD_748184_1**, Last Date of Bid Submission **27/09/2024** at 17.00 Hrs.
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO: 482/GM/NIT/W.S/24 DATE: 09.09.2024
E-Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-04(e)/24-25 DT: 11.09.2024
The e-tender has hereby invited by the chairman, GOBARDANGA MUNICIPALITY **Name of the Work:** Laying of UPVC Pipe in various wards under Gobardanga Municipality, Last date of submission of Bid on **19.09.2024.at 12.00 noon.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-I Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 2 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-I/BGP/24-25/NIT/431/(1-2), Date: 10.09.2024.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **10.09.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **17.09.2024 up to 04:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **20.09.2024 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/286/24-25 Dated 07.09.2024	Construction of Surface Drain at R.N.T Road By Lane near H/O Somenath Debnath in Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,90,413 .00

Bid Submission end date: **19.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/20/2024-25 & ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/21/2024-25, dated 10.09.24, Fund: 15TH FC (TIED).** Bid submission start date: **11.09.2024 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **18.09.2024 upto 11.00 AM,** Date of opening: **20.09.2024 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 104 to 108 & 61(2nd Call)/ 2024-2025 Dated. 10-09-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpns. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at, Burdwan, Paschim Medinipur, Jalpaiguri, North 24 PGS and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **11-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **23-09-2024 upto 3.00 pm**
Date: 10.09.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন নোটিস নং সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/ওওএইচ/২০২৪, তারিখ ঃ ০৯.০৯.২০২৪
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রচারসত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং. এইচডব্লুএইচ-ওওএইচ-সিএল-VI, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায়। **এসইকিউ নং, লট নং এবং বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-ওএইচ-৬-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম),** হাওড়া ডিভিসনে ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য ক্লাস্টার-VI-এর অধীনে (বাঁশবেড়িয়া স্টেশন থেকে আজিমগঞ্জ জং স্টেশন পর্যন্ত) স্টেশনগুলির ঘরের বাইরে (স্টেশন চত্বরের বাইরের দিকে) বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন।
HWH-278/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **08 nos.** different development work(s) vide **Memo No. :- 147/NIT/15TH CFC (TIED)/SB/24-25 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 08/24-25, Memo No. :- 146/NIT/15TH CFC (TIED)/SB/24-25 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 09/24-25, Memo No. :- 145/NIT/15TH CFC (TIED)/SB/24-25 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 10/24-25, Memo No. :- 148/NIT/SBM(G) & 15TH (TIED)/SB/24-25 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 11/24-25, Date: 10.09.2024.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **10.09.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **17.09.2024 up to 06:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **19.09.2024 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সিট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাজি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা - ৭০০১০৩, ই-মেল- sbi.64202@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - IX (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, বারুইপুর (৬৪২০২) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সামিম আহমেদ হালদার, পিতা আবদুল মাজেদ হালদার** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৫,২৭,৬৮৫.০০ টাকা (পনের লাখ সাতাশ হাজার ছশো পঁচাশি টাকা) টাকা ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ১৫,২৭,৬৮৫.০০ টাকা (পনের লাখ সাতাশ হাজার ছশো পঁচাশি টাকা) টাকা ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সামিম আহমেদ হালদার,
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ এরিয়া ০৬ ডেসিমেল (বাস্তু) -০৯ ডেসিমেল থেকে অবস্থিত মৌজা : নজরা, জেএল নং ৯৭, এলআর দাগ নং ৩৪৫৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৮, থানা : উস্তি, উস্তি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** মশারফ মিদ্দে, **দক্ষিণে :** আলেয়া বিবি, **পূর্বে :** নজরুল খান, **পশ্চিমে :** বরম পথ।
তারিখ - ০৯.০৯.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - কামালগাছি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

যূকো বৈংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা মেন রিটেল ব্রাঞ্চ
১০, বিটিএম সরণি কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইউকো ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন (রিটেল) ব্রাঞ্চ ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ অধীনে ২২.০১.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী হীতেশ মেহতা, পিতা শ্রী জেঠালাল মেহতা এবং শ্রীমতি তানিয়া মেহতা (ভৌমিক) স্বামী শ্রী হীতেশ মেহতা, ঠিকানা - ৫৮/৫২/২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৭,১৫,৯০২.০০ টাকা (সাত লাখ পনের হাজার নশো দুই টাকা) টাকা ২২.০১.২০১৪ অনুযায়ী ৩১.১২.২০১৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **দখল** নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেন, ইউকো ব্যাঙ্ক, ৭,১৫,৯০২.০০ টাকা (সাত লাখ পনের হাজার নশো দুই টাকা) টাকা ২২.০১.২০১৪ অনুযায়ী ৩১.১২.২০১৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি স্বত্বাধিকারী শ্রী হিতেশ মেহতা, পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৪৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩০ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তলে, প্রেমিসেস নং ৯৪/৪, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৩১।
উক্ত প্রেমিসেস এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : শ্রীমতি লীলাবতী দেবীর জমি, **দক্ষিণে :** শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড; **পূর্বে :** শ্রী দীপেন ব্যানার্জির ভবন এবং জমি, প্রেমিসেস নং ৯৭/ডি; **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
তারিখ- ০৬.০৯.২০২৪ স্বা/-
স্থান- কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক
১৮.০৭.২০১৪ তারিখের ১৩(৪) অধীনে পূর্বেকার নোটিশ প্রত্যাহার করা হল

e-Tender Notice
NIT No. 23/24-25, dt. 09/09/2024
Construction of Boundary wall of Hatkhola Karbala at Hatkhola Gram Panchayat under Chapra Dev. Block under Nadia Zilla Parishad. Fund PSY, FY-2019-2020", Total Amount Rs. 20,32,384.00/-Last date of documents Downloading & bid sub. 24/09/2024 upto 12-00 p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

Date Corrigendum-1
NIT No. SFDC/MD/NIT-07(e)/2024-25
Tender Id: 2024_SFDCL_735075_1
Schedule of Dates:
Bid Submission End Date - **18/09/2024 upto 4.00 p.m.**
Date of opening Technical Bid - **20/09/2024 at 4.00 p.m.**
Note:- Details of information are available in the website
https://wbtenders.gov.in.

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The BDO Kh-II, **NIeT No.- 37/ BDO Kh-II/2024-25, Date: 09.09.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_747377_1 to 7** for Dining Hall. Last date of bids ends on **18.09.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/281/24-25 Dated 07.09.2024	Upgradation Of Road Near Narendrapur Main Gate to Bypass Connecting Road in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,430 .00
WBMAD/ULB/ RSM/282/24-25 Dated 07.09.2024	Construction of Concrete Road With Surface Drain at Narendrapur Byepass Connector near H/O Nilratan Das at Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,90,282 .00
WBMAD/ULB/ RSM/283/24-25 Dated 07.09.2024	Construction of Concrete Road With Covered Surface Drain at Paik Para beside H/O Reshna Khatun at Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,75,742 .00
WBMAD/ULB/ RSM/284/24-25 Dated 07.09.2024	Upgradation of road near Rathtala more Beside Pakhiraloy in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,80,134 .00
WBMAD/ULB/ RSM/285/24-25 Dated 07.09.2024	Construction of Concrete Road With Covered Surface Drain at B.C Roy Road near H/O Panchanan Behera at Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,86,397 .00
WBMAD/ULB/ RSM/287/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing & Renovation of Damaged road at Rakhal Ghosh Road in Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,916 .00
WBMAD/ULB/ RSM/288/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing and restoration of road at Ramdhan Bose Road at Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,82,171 .00
WBMAD/ULB/ RSM/289/24-25 Dated 07.09.2024	Construction of Concrete Road With Surface Drain at Vivekananda Sarani near H/O Bablu Das at Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,90,890 .00

Bid Submission end date: **19.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল, কলকাতা সমীপে
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
আবেদন নং ১৯৯-২০১৮ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
...... আবেদনকারী
বনাম
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য
...... বিবাদিগণ
সমন
প্রতি,
মেসার্স ল্যাক্সকন : আর-৪
২৫এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬
১. যেহেতু আবেদনকারী ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ২০ ধারা অধীনে মহামান্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১ কলকাতা নির্দেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য এতদ্বারা আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতো ১৪.১১.২০২৪ তারিখে প্রতিবেদন মাধ্যমে উত্তর দাখিলের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে।
২. আপনারা কোনও নথিতথ্য দাখিল করতে চাইলে, লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত হাজিরার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল করবেন।
৪. আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
কলকাতা

ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল, কলকাতা সমীপে
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
আবেদন নং ১৪১-২০১৭ সালের
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
...... আবেদনকারী
বনাম
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য
...... বিবাদিগণ
সমন
প্রতি,
মেসার্স ল্যাক্সকন : আর-৪
২৫এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬
১. যেহেতু আবেদনকারী ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ২০ ধারা অধীনে মহামান্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১ কলকাতা নির্দেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য এতদ্বারা আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতো ১৪.১১.২০২৪ তারিখে প্রতিবেদন মাধ্যমে উত্তর দাখিলের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে।
২. আপনারা কোনও নথিতথ্য দাখিল করতে চাইলে, লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত হাজিরার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল করবেন।
৪. আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
কলকাতা

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি, রাজারহাট, ১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার,৩য় তল, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৬১, ই-মেইল- sbi.16822@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২১.০৩.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি বন্দনা মন্ডল ঠিকানা- নিগমালয় অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং- জিএ, গ্রাউন্ড ফ্লোর বিএফ ৭/৪৯, দেশবন্ধু নগর মৌজা- রঘুনাথপুর পোস্ট- দেশবন্ধু নগর থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা পিন-৭০০০৫৯ এবং ২০, শ্যামনগর রোড বাঙ্গুর এভিনিউ, থানা- দমদম পোস্ট- বাঙ্গুর কলকাতা- ৭০০০৫৫** -কে সম্বোধন করে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৯,৮১,৮২৩.৪৪ টাকা (নয় লক্ষ একাশি হাজার আটশো তেইশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) ২১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তৎসহ হালনাগাদ ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৯,৮১,৮২৩.৪৪ টাকা (নয় লক্ষ একাশি হাজার আটশো তেইশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) ২১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইটের তৈরি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট উত্তর পূর্ব দিকে একতলায় ফ্ল্যাট নং জি-এ, অবস্থিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৪৯৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, এক বেড রুম,এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট এবং ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত **নিগমালয়** ভবনের, অবস্থিত নং ডিডি-১/২৪, এবং বিএফ-৭/৪৯, দেশবন্ধু নগর, থানা: বাগুইআটি, কলকাতা ৭০০০৫৯। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা ৩ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা: রঘুনাথপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস খতিয়ান নং ২২৫ এবং ২২৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৬, সিএস দাগ নং ৫৯৬, আরএস/এলআর দাগ নং ৬২৯, বাগুইআটি থানার অধীন, পুরসভা রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধিক্ষেত্রে বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন দুই হোল্ডিং নং আরজিএম- ২১/১৪৫ এবং আরজিএম-২৩/৩২, দুই প্রেমিসেস নং ডিডি-১/২৪ এবং বিএফ-৭/৪৯, দেশবন্ধু নগর, কলকাতা ৭০০০৫৯। এডিএসআর বিধাননগর নগর (সল্ট লেক সিটি) বর্তমানে রাজারহাট নিউ টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি দেশবন্ধু নগর রোড হিসেবে পরিচিত।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৮,পৃষ্ঠা ১৪৩৪৬৬ থেকে ১৪৩৪৯৯, দলিল নং ১৫২৩০৩৯৯৬ -২০১৮ সালের।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি বন্দনা মন্ডল স্বামী প্রয়াত গোবিন্দ মন্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: সিএস দাগ নং ৫৭৯; **দক্ষিণে :** শান্তি গাঙ্গুলি এবং এস সাহার ভবন; **পূর্বে :** তারশঙ্কর দাসের জমি এবং ভবন; **পশ্চিমে :** ১৪ ফুট চওড়া সড়ক।
তারিখ: ০৯.০৯.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: রাজারহাট **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

Paschim Howrah Mahila Co-operative Credit Society Ltd.
(Registration No. 01, Date-05.03.2004)
Dakshin Shanpur, Dasnagar,
Howrah-711105
NOTICE
In pursuance of order no. 1106-II/6/12 dated-05.09.2024 of the Returning Officer of Paschim Howrah Mahila Co-Operative .Credit Society Ltd and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Paschim Howrah Mahila Co-Operative .Credit Society Ltd (Regn No- 01 of 05.03.2004) that a Special General Meeting of the Society will be held on 28.10.2024 at 11:00 A.M. at the premises of the Registered Office of the Society under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.
1: Election to the Board of Directors of Paschim Howrah Mahila Co-Operative .Credit Society Ltd (Election Schedule is attached below).All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.
Inspector of Co-operative Societies
Howrah Sadar (N) Circle.
SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS
Memo no. 02/BOD Election/2024 **Date: 10.09.2024**
In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & Order no. 826/II-6/12 dated-15.07.2024 of the Returning Officer & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election of the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 28.10.2024 as per the following schedule.
Number of Directors to be elected: 12 out of which 02(two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Publication of Draft voter list	10.09.2024	1.30 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
2	Receiving of Claims & Objection on the draft voter list	11.09.2024 to 18.09.2024	12.00 noon to 3.00 p.m.	Society's Office	Amir Kumar Dalui Employee of the Society.
3	Hearing on Claims & Objection on the draft voter list	19.09.2024	11.30 a.m. to 1.00 p.m.	Society's Office	ARO
4	Publication of final voter list	19.09.2024	After completion of hearing	Notice Board of the Society	ARO
5	Issue & of Nomination papers	25.09.2024 & 27.09.2024	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	Society's Office	Amir Kumar Dalui Employee of the Society.
6	Submission of Nomination Papers	27.09.2024 & 28.09.2024	12.00 noon. To 2.30 p.m.	Society's Office	ARO
7	Scrutiny of Nomination Papers	30.09.2024	From 12:00 (Noon)	Society's Office	ARO
8	Publication of list of Valid Nominations	30.09.2024	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
9	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	01.10.2024	Upto 3:00 p.m.	Society's Office	ARO
10	Publication of Final List of Contesting Candidates	01.10.2024	After 3.00 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
11	Election (if required)	28.10.2024 to 2.00 p.m.	11.00 a.m.	Society's Office	Polling Personnel
12	Counting of Votes & Publication of Results	28.10.2024	After completion of Poll	Society's Office	Polling Personnel & ARO

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Director: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination paper (if applied for SC/ST reservation)and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.

(Pritha Chakraborty)
Assistant Returning Officer
Paschim Howrah Mahila Co-Operative.
Credit Society Ltd

(Shib Shankar Das)
Assistant Returning Officer
Paschim Howrah Mahila Co-Operative.
Credit Society Ltd

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

কদাপি ওরা মনুষ্য না

অরুণাংশু ব্রহ্ম

কিছুটা স্থান দখল করেই
যে মাটিটা ভাবছো কেনা,
শাসন শোষণ যতই চালাও
সে দেশ তোমার নিজস্ব না।

দখল তোমার জমিই শুধু
মানুষ তোমার দখলে না,
মৃত্যু যখন খেলার সাথী
কদাপি তোমরা বন্ধু না।

গোলা বারুদ সত্তা ভেবে
ধর্ম পথে জীবন চেনা,
অসহায়ের মৃত্যু খেলা
সেই তো মানব ধর্ম না।

রক্ত ধারা খেলার নেশায়
আপন জীবন বাড়ছে দেনা,
বারুদ স্তুপে মিথ্যা মানুষ
নৃশংস বিধান ধ্ম না।

নিদারুণ বর্বর উন্মাদনায়
শাসন বীজ হচ্ছে বোনা,
মারণ ধর্ম যাদের আপন
কদাপি ওরা মনুষ্য না।

গোঁড়ামির মদে মাতাল হয়ে
রঙ্গ কর, অন্য প্রাণের লাঞ্ছনা,
অধিকারের হাত বাড়ালেও
কদাপি ওরা হিতৈষী না।

তুমি আসো, তারপর?

চন্দন সাহা

তুমি আসো বটে, কাশও ফোটে
কাঁসর ঘন্টা বেজে ওঠে দিকে দিকে
পদ্মপাতায় জল; করে টল টল
আঁধার সবে আলো মাখে
তুমি আসো বটে...
পূজো ছাপিয়ে বড় হয় উৎসব
মন্ত্র মুছে প্রকট হয় মদিরা, নৃত্য, তান্ডব।

তুমি আসো বটে, কাশ ও ফোটে। তারপর?
ভেসে যায় সংকল্প, শোধন নিরঞ্জন ঘাটে
দিকে দিকে জন্ম নেয় অন্ধকার
তুমি চলে যাও উৎসবে আলোতে রথে
আমাদের থেকে যায় রক্তবীজের ঝাড়।

তুঙ্গে ব্যস্ততা...

ছবিগুলি তুলেছেন অদিতি সাহা

কুমারটুলির থেকে মিন্টু পালের প্রতিমা যাচ্ছে শিকাগো।

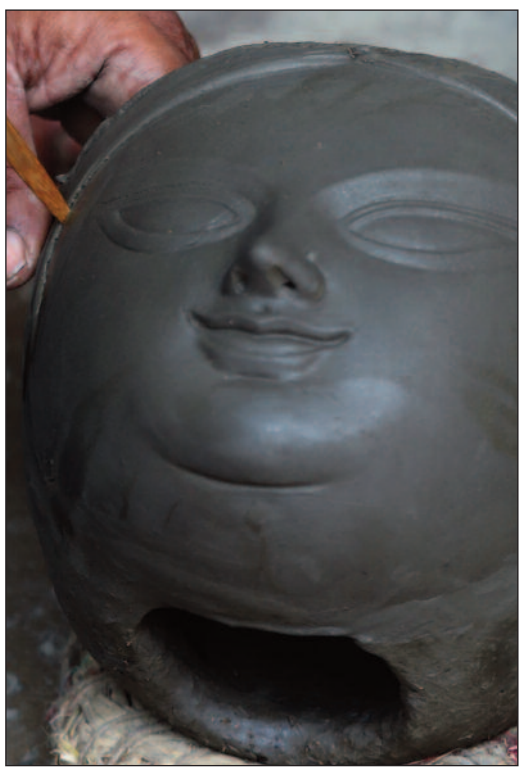

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভের পর থেকেই কোম্পানির সাহেব-সুবোরা বাঙালির দুর্গা পুজোর বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। আবার অপর পক্ষে ইংরেজদের সৃষ্ট বাংলার 'বাবু' (জেন্টু) সম্প্রদায়ও ইংরেজদের দাক্ষিণ্য লাভের জন্য দুর্গা পুজোয় ইংরেজ রাজ-পুরুষদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের যথোপযুক্ত মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতেন। বাস্তবিক দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে ইংরেজ ও'বাবু সম্প্রদায়ের' মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দের মেল বন্ধন সৃষ্টি করাই ছিল উভয় পক্ষের মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা যেতে পারে দুর্গা পুজোকে উভয় পক্ষই কূটনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। তাই ইংরেজ সাহেবরা যেমন গোঁড়া খ্রিষ্টান* হয়েও বাবুদের দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করতেন, তেমনই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কুলপতি বাবুগনও দুর্গা পুজোয় বিধর্মী সাহেবদের অংশগ্রহণকে বিশেষ মর্যাদার বিষয় বলে মনে করতেন। এমনকি সাহেবদের খুশি করার জন্য কখনও কখনও দেবী দুর্গার মুখ ইংল্যান্ডেশ্বরীর আদলে গড়া হত। বাই নাচের আসর বসানো, মদ্যপানসহ নানা আমোদ-প্রমোদের এলাহি আয়োজন থাকত। এই সব ঘটনার কথা লিখে গেছেন শ্রীরামপুরের মিশনারি রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড, ফ্যানি পার্কস, শিল্পী ফ্রান্সিস বলথেজার সলভিন্স্, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ সমকালীন লেখকেরা।

উইলিয়াম ওয়ার্ডের লেখা থেকে ১৮০১ সালের শোভাবাজার রাজ বাড়িতে দুর্গা পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অশ্লীল নাচ গানের আসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র পাওয়া যায়। তিনি পুজো মণ্ডপে খিস্তি-খেউড় ও নানা প্রকার বেলেল্লাপনা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে ওয়ার্ড সমালোচনা করলেও অধিকাংশ সাহেবেরা বিষয়টি বেশ তারিয়ে তারিয়েই উপভোগ করতেন। সেই যুগে নিকি বাইজির নৃত্যের খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। নিকি ছিল যেমন সুন্দরী তেমনি ছিল তার নৃত্যের উত্তেজক বিভঙ্গ। সাহেবরাও তাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তাই বাবুদের মধ্যে সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য নিকিবাইজিকে বায়না করার হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। নিকি ছাড়াও আরো কয়েকজন বিখ্যাত বাইজির নাম পাওয়া যায় যার মধ্যে অন্যতম নুরবক্স,আশরুন, বেগমজান, সুপনজান, মিশ্রি, হিঙ্গুল প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত যত বাড়তো মদের ফোয়ারার সঙ্গে সাহেব এবং বাবুদের বেলেল্লাপনাও লাগামছাড়া হয়ে উঠতো। দীনবন্ধু মিত্র বেশ রসিয়ে রসিয়ে লিখেছেন, 'বসে আছে বাবুগণ করি রম্য বেশ/ মাথায় জরির টুপি বাঁকাইয়া কেশ/ বসেছে সাহেব ধরি চুরুট বদনে/ মেয়াম চকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যঞ্জনে। নাচিছে নর্তকী দুটি কাঁপাইয়া কর/ মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহর ...'

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের বিষয়টিকে বিজয় উৎসব রূপে পালনের জন্য ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে দুর্গা পুজোর সূচনা করেন। এই উপলক্ষে ক্লাইভের মনোরঞ্জনের জন্য যে নাচ গানের আসর বসিয়েছিলেন তাতে তৎকালীন সময়ে বারো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। শোনা যায় ক্লাইভ নাকি স্বয়ং মা দুর্গার পায়ে পদ্মফুল নিবেদন করে প্রণাম জানান। কোম্পানি আমলের এই ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে। শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোর জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হন স্বয়ং লর্ড ও লেডি বেন্টিঙ্ক। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে 'হরকরা' কাগজের প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায় শোভাবাজার রাজবাড়িতে শিবকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ দেবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে লর্ড এবং লেডি উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক পুজো দেখতে আসেন। এই উপলক্ষে রাজবাড়ীতে ব্যান্ডে 'গড সেভ দ্য কিং' বাজানো হয়। তাঁরা জাঁকজমক দেখে শুনে খুশি হয়ে নাচঘরের মধ্যিখানে একটি সুবর্ণমণ্ডিত সোফায় উপবিষ্ট হয়ে পুজো দেখেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীর পুজোর সঙ্গে সাহেব সুবোদের নাম এতটাই জড়িয়ে গিয়েছিল যে সেটি 'কোম্পানির পুজো' বলেই তৎকালীন সময়ে খ্যাত ছিল।

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান পাথুরিয়াঘাটার বাবু রামলোচন ঘোষ ১৭৮৪ সালে তাঁর বাড়িতে ঠাকুর দালান নির্মাণ করে দুর্গা পুজো শুরু করেন। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এই পুজোতে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করতেন।

সাহেবরা যে শুধু পুজোয় উপস্থিত থেকেই তাদের কর্তব্য সারতেন এমনটা নয়। অনেকে পুজোয় পাঁঠা মানসিক থেকে শুরু করে ফল, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা সহযোগে পুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এর মধ্যে কতটা ভণ্ডামি বা শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তা বলা মুশকিল। তবে হুজুগ যে ছিল সেটা ষোল আনা সত্যি। রাজনারায়ণ বসু তার 'সেকাল-একাল' গ্রন্থে এইরকম একটি হুজুগের উল্লেখ করেছেন, একবার কোনো এক বাবু বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় একজন গোরা সাহেবকে দিয়ে লুচি ভাজিয়ে ছিলেন। ব্যাস আর যায় কোথায়? বাবুরা তাই সদলবলে মান রাখতে নেমে পড়লেন সাহেবকে দিয়ে কিভাবে লুচি ভাজানো যায় সেই প্রচেষ্টায়।

তবে ব্যতিক্রমী ছিলেন বীরভূমের গুনুটিয়া ও সুরুলের কুঠির কুঠিয়াল জন চিপস্। চিপস্ সাহেব তাঁর সদাশয়তার জন্য বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। অন্যদের মত অত্যাচারী কুঠিয়াল বলে তাঁর অখ্যাতি ছিল না। স্থানীয় জনসাধারণ চিপস্ সাহেবকে দেবতার মত ভক্তি করত। লোকে চিপস্ সাহেবের কাছে তাদের নানা অভাব অভিযোগের কথা জানাতো। জন চিপস্ও সাধ্যমত তাদের সহায়তা করতেন। এই ভাবে চিপস্ সাহেব ডিসট্রিক্ট কালেক্টরের চেয়েও বেশি ঠাটবাট নিয়ে চলতেন। এ নিয়ে অবশ্য কালেক্টেরের ক্ষোভের অন্তঃ ছিল না। সে যাই হোক চিপস্ সাহেব তখন ব্যক্তিগত ব্যবসা খুলেছেন। কিন্তু ব্যবসা তেমন জমছে না। এদিকে কোম্পানির অন্য সব কর্মচারী ব্যক্তিগত ব্যবসা খুলে ফুলে-ফেঁপে উঠছেন। চিপস্ কি করা যায় যখন ভাবছেন, তখন তাঁর দেওয়ান রায়পুরের লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব পুরুষ 'শ্যামকিশোর' তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'ঘাবড়ানোর কি আছে সাহেব? তুমি এক কাজ কর, দুর্গোৎসব করো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মায়ের কৃপায় তোমার কোনও দুঃখ থাকবে না'। শ্যামকিশোরের পরামর্শ শিরোধার্য করে চিপস্ সাহেব সুরুলের কুঠিতে মহা ধুমধাম করে শুরু করলেন দুর্গা পুজো। সেই আমলে পুজোর সর্ব মোট খরচ ছিল পঞ্চাশ টাকা। যা তখনকার সময়ে নিতান্ত কম টাকা নয়। চিপস্ সাহেব পুজোতে খরচ করতেন সতেরো টাকা। বাকি টাকায় গ্রামের লোকদের নতুন জামা কাপড় কিনে দিতেন। মহাষ্টমীর দিন সকলের জন্য রীতিমত ভুরি ভোজের ব্যবস্থা করতেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পলাশীর যুদ্ধে বিজয় উদযাপন জন্য মহাধুমধামের সঙ্গে দুর্গা পুজো শুরু করেন। সেই পুজোতেও বাই নাচ ও খেউড়ের আসর বসত। বহু ইংরেজ উচ্চ পদস্থ রাজ-পুরুষ রাজার আমন্ত্রণে কৃষ্ণনগরে আসতেন। এবং সেই সব অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ রীতিমত উপভোগ করতেন।

আসলে চতুর চূড়ামণি রবার্ট ক্লাইভ সহ ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা হিন্দু সমাজের মাথা স্বরূপ প্রভাবশালী জমিদার'দের এটা বোঝাতে সমর্থ হন যে, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় আসলে হিন্দুদের জয়। আর এই ভাবনা থেকেই শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৭৫৭ সাল থেকে বিজয় উৎসব পালনের জন্য দুর্গোৎসব শুরু করেন। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধ থেকে এদের প্রাপ্তি ও মন্দ হয়নি। রাজা নবকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদের কোষাগার লুটের টাকার ভাগ পেয়েছিলেন আর ক্লাইভের তদবিরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বার্ষিক খাজনা পাকাপাকিভাবে ৫ লক্ষ টাকা কমে যায়। তাই ক্লাইভ গোঁড়া খ্রিস্টান হয়েও নগদ ১০০ টাকা দক্ষিণা ও প্রচুর ফলমূল সহযোগে সদলবলে রাজা নব কৃষ্ণের পুজোতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে বোঝাতে চেয়েছিলেন তারা হিন্দু সমাজের কত গুণমুগ্ধ।

কলকাতার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়িতেও মহা ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপুজো হত তাদের বাড়িতেও সাহেব সুবোদের নিয়মিত পদধূলি পড়তো।

কলকাতার বাবু সমাজের মধ্যে অগ্রণী রাজা নবকৃষ্ণ দেব, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, রাজকৃষ্ণ দেব, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, রুপলাল মল্লিক, মতিলাল শীল, বারানসী ঘোষ, দর্পনারায়ন ঠাকুর, বৈষ্ণব চরণ সেট, রাম হরি ঠাকুর, প্রমুখেরা দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাই নাচের আসর বসানোর জন্য রীতিমত খ্যাতি লাভ করেন। আর এইসব আসরে আসর জমাতে ইংরেজ সাহেবদের যে জুড়ি ছিল না ,তা বলাই বাহুল্য।

এইভাবে সাহেবরা নেটিভদের পুজোতে নানাভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি দুর্গা পুজোর সময় কোম্পানির ফৌজ দুর্গা প্রতিমাকে মার্চ করে এসে রীতিমত সেলামি ঠুকত। পরবর্তীকালে অবশ্য এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ মিশনারীরা সাহেবদের মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণের কড়া সমালোচনা করতেন। তাছাড়া কোম্পানিও পুজোকে কেন্দ্র করে নানান রকম আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রানী রাসমনির নবপত্রিকা স্নানের ঘটনাটির কথা। ফলে শেষ পর্যন্ত ১৮৪০ সাল নাগাদ কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিদের পুজোয় অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কোম্পানি আমলের দুর্গাপুজো

১৮৩০ থেকে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম প্রিন্সেপের আঁকা দুর্গা পুজোয় বাই নাচের মাধ্যমে সাহেবদের মনোরঞ্জন করা হচ্ছে।

সাহেবরা যে শুধু পুজোয় উপস্থিত থেকেই তাদের কর্তব্য সারতেন এমনটা নয়। অনেকে পুজোয় পাঁঠা মানসিক থেকে শুরু করে ফল, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা সহযোগে পুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এর মধ্যে কতটা ভণ্ডামি বা শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তা বলা মুশকিল। তবে হুজুগ যে ছিল সেটা ষোল আনা সত্যি। রাজনারায়ণ বসু তার 'সেকাল-একাল' গ্রন্থে এইরকম একটি হুজুগের উল্লেখ করেছেন, একবার কোনো এক বাবু বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় একজন গোরা সাহেবকে দিয়ে লুচি ভাজিয়ে ছিলেন। ব্যাস আর যায় কোথায়? বাবুরা তাই সদলবলে মান রাখতে নেমে পড়লেন সাহেবকে দিয়ে কিভাবে লুচি ভাজানো যায় সেই প্রচেষ্টায়।